ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-228 ■ 20 May, 2026 ■ আগরতলা ২০ মে, ২০২৬ ইং ■ ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শহরে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য জনগণকে আরও বেশি উৎসাহিত করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে আজ টি.আই.এফ.টি.-র কনফারেন্স হলে আগরতলা পুরনিগম সহ বিভিন্ন শহর এলাকার বিদ্যুৎ এবং পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচিত বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ গুণগতমান বজায় রেখে সঠিক সময়ের মধ্যে শেষ করতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন।

আগরতলা শহরে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য জনগণকে আরও বেশি করে উৎসাহিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন। অসামাজিক কাজের চেষ্টা হয় শহরাঞ্চলে এই রকম স্থানগুলিকে চিহ্নিত করে সোলার হাই মাস্ট বসানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী সভায় পরামর্শ দেন। আজকের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ, মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা, সচিব অভিষেক সিং সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ।

সভায় টি.এস.ই.সি.এল.-এর প্রতিনিধি জানান, ২০২৩ সাল থেকে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে ২৭টি ৩৩ কেভি সাব-স্টেশন, ১১ কেভি রিং মেইন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া মাটির নীচে ১৫৬ কিলোমিটার বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন, ৫৪০ কিলোমিটার কভার্ড কনডাক্টার এবং ৩৪৭কিলোমিটার এল.টি. এ.বি. ক্যাবল প্রভৃতির কাজ প্রায় শেষের পথে। এরজন্য মোট ব্যয় হবে ২৬৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

আগরতলা শহরের মাটির নীচে বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন পাতা এবং এরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্মার্ট গ্রিড কন্টোল সেন্টার, সাব স্টেশন স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে। এই খাতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।

এছাড়া এ.ডি.বি.র বরাদ্দকৃত অর্থে আগরতলা পুরনিগম এলাকায় ১ লক্ষ ২০ হাজার এবং মোহনপুর পুরপরিষদ এলাকায় ৩০ হাজার স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ চলছে। ইতিমধ্যে এই কাজের প্রায় ৭০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও আর.ডি.এস.এস. স্কিমেও বিভিন্ন শহর এলাকাগুলিতে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজারের উপর স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ চলছে। টি.এস.ই.সি.এল.-এর প্রতিনিধি আরও জানান, পি.এম. সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনায় রাজ্যে ৮টি জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ে সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে।

পি.এম. সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, এই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত শহর এলাকাগুলিতে ২ হাজার ৮৪৫টি সোলার ইউনিট বসানো হয়েছে। ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে ৫৩.৬১ কোটি টাকা। রাজ্যের বিভিন্ন শহর এলাকায় প্রায় ১.৫ লক্ষ বাড়িতে এই প্রকল্পে সোলার প্যানেল লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে বলে বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান। ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের (টি.পি.টি.এল.) প্রতিনিধি সভায় জানান, স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাস ও হামলার রাজনীতি গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে ।। "মারধর করে কখনও দলের শক্তি বৃদ্ধি করা যায় না। সন্ত্রাস ও হামলার রাজনীতি গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।" জিরানিয়ায় দুর্বৃত্তদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত তপন দাসের বাড়িতে গিয়ে এভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

জানা গেছে, সম্প্রতি জিরানিয়া এলাকায় তপন দাসের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, একদল দুর্বৃত্ত বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে এদিন আক্রান্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে তাঁদের বাড়িতে যান মানিক সরকার। তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পুরো ঘটনার খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি এই ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু হামলা, ভয় দেখানো কিংবা মারধরের মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান।

এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আক্রান্ত পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবিও উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে দপ্তরের কর্মীকে আটকে তালা ঝুলালো জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে ।। দীর্ঘদিনের বিদ্যুৎ সমস্যার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তেলিয়ামুড়ার পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। বিদ্যুৎ লাইন দ্রুত সারাই করে পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশন—১ কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। পরিস্থিতি চরমে পৌঁছালে দপ্তরের এক কর্মীকে অফিস কক্ষে রেখেই বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দেন ক্ষুব্ধ জনতা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি এলাকায় নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট। একাধিকবার বিদ্যুৎ দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। এমনকি জরুরি পরিষেবার নম্বরে বারবার ফোন করেও কোনো সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ।

ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা এদিন সরাসরি বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে পৌঁছে দেখেন, অফিসে কোনো কর্মী উপস্থিত নেই। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর দপ্তরের কর্মী দেবাশীষ আচার্য অফিসে পৌঁছালে বিক্ষোভ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। অভিযোগ, তিনি মদ্যপ অবস্থায় অফিসে আসেন। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয়দের আরও দাবি, পশ্চিম হাওয়াইবাড়ির বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের নামে দপ্তরের কর্মীরা এলাকায় গেলেও বাস্তবে কোনো ধরনের সারাইয়ের কাজ না করে বড়মুড়া এলাকায় গিয়ে সময় কাটান। ফলে দিনের পর দিন সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

এদিনের ঘটনায় বিদ্যুৎ দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিৎ বিশ্বাসকে বিষয়টি জানানো হলেও তিনি ঘটনাস্থলে আসেননি বলেও অভিযোগ তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা। এতে জনতার ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়।

বিক্ষুব্ধ জনতার সাফ বক্তব্য, "এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তালা খোলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশকর্মীর স্ত্রীর টাকার ছবি

গ্রেপ্তার আরও দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে ।। ধলাই জেলার এক পুলিশ কনস্টেবলের স্ত্রীর বিপুল পরিমাণ নগদ টাকার বান্ডিল নিয়ে বসে থাকা ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার ঘটনায় জোরদার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ মে ধলাই জেলার সালেমা থানায় এসংক্রান্ত একটি মামলা রুজু করা হয়। তদন্তে দুই পুলিশ কনস্টেবল এবং এক টিএসআর জওয়ানের নাম উঠে আসার পর তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার জেরে টিএসআর জওয়ান অজিত দেববর্মা এবং তার স্ত্রী পুলিশ কনস্টেবল মেনকা দেববর্মা-কে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদন জানালে আদালত আট দিনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা সংরক্ষণ আইন ২০২৩ কার্যকরের দাবিতে

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে ।। "নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম-২০২৩" দ্রুত কার্যকর করার দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি পাঠাল প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। মঙ্গলবার প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে এই চিঠি পাঠানো হয়। একই সঙ্গে মহিলা সংরক্ষণ আইন কার্যকরের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানও শুরু করেছে সংগঠন।

এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে রাজনৈতিক টালবাহানার অভিযোগ তোলেন।

তিনি বলেন, "নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম-২০২৩" সংসদে পাশ হলেও এখনো পর্যন্ত তা কার্যকর করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ আইন বাস্তবায়নে বিলম্ব করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের দাবি, দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে দ্রুত এই আইন কার্যকর করা জরুরি। সেই দাবিতেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি পাঠানো হয়েছে এবং জনসমর্থন গড়ে তুলতে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, আগামী দিনেও মহিলা সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার দাবিতে তাদের আন্দোলন ও গণসচেতনতা কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের ৭০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদান

ভারতকে 'বিশ্বগুরু' হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেঙ্গালুরু, ১৯ মে ।। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে বিশ্বখ্যাত আধ্যাত্মিক গুরু শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আবেগঘন ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, ঋষি-মুনি ও সাধু-সন্তদের অবদান এবং 'আর্ট অব লিভিং'-এর বিশ্বব্যাপী প্রভাবের প্রশংসা করেন।

গুরুজির ৭০তম জন্মবার্ষিকী এবং 'আর্ট অব লিভিং' আন্দোলনের ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিপ্লব দেব বলেন, ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে তার আধ্যাত্মিকতা এবং চিরন্তন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। তিনি বলেন, ভারত এমন একটি দেশ, যাকে কেউ কখনও মুছে ফেলতে, ভাঙতে বা বিভক্ত করতে পারেনি। আমি এই পবিত্র ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং এজন্য আমি গর্বিত।

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, এই দেশেই জন্ম নিয়েছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাধক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বরা, যেমন গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর এবং গুরু গোবিন্দ সিং। শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর সম্পর্কে তিনি বলেন, ভদ্রা নদীর তীরে জন্ম নেওয়া এই আধ্যাত্মিক নেতা আজ বিশ্বের ১৮৫টি দেশে ভারতের শান্তি ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি'র টেকনিক্যাল কর্মীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে ।। রাজধানীর জিবি হাসপাতালে কর্মরত এক টেকনিক্যাল স্টাফের বিরুদ্ধে ধর্ষণের গুরুতর অভিযোগ তুলে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন এক মহিলা। অভিযোগ, প্রায় এক বছর কেটে গেলেও মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নন্দননগর এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলার অভিযোগ, জিবি হাসপাতাল-এর বায়োমেডিক্যাল বিভাগের টেকনিক্যাল স্টাফ শতরাজ কর্মকার দীর্ঘদিন ধরে তার ব্যক্তিগত ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করছিল। পরে ভিডিওটি মুছে ফেলার আশায় তিনি অভিযুক্তের সঙ্গে দেখা করতে গেলে হাসপাতালের একটি গোপন কক্ষে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা।

মহিলার আরও দাবি, ঘটনার প্রতিবাদ জানালে অভিযুক্ত শতরাজ কর্মকার এবং কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী মিলে তাকে মারধর করে এবং উল্টে তাকে চুরির অভিযোগে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়। এই ঘটনার পর নির্যাতিতা গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে আগরতলা পূর্ব মহিলা থানা-য় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে অভিযোগ, এতদিন পেরিয়ে গেলেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের অভিযানে ইয়াবা সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে ।। বাইজালবাড়িতে পুলিশের সাফল্য, ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আটক এক। খোয়াই জেলায় মাদকবিরোধী অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। বাইজালবাড়ি থানার পুলিশ বিশেষ যানবাহন তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। ঘটনায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংশোধনী

১৯ মে জাগরণ পত্রিকায় প্রথম পাতায় প্রকাশিত গ্রেপ্তার কোটিংকর্তার জায়গায় পড়তে হবে 'কোচিংকর্তা'। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

মুনাফায় আঘাত, আজ ওষুধ ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৯ মে ।। অনলাইন ওষুধ বিক্রি বন্ধ এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলোর অতিরিক্ত ছাড়ের প্রতিবাদে দেশব্যাপী ২০ মে ২০২৬-এর ধর্মঘটে সামিল হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে অল ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। খোয়াইয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এই কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ই-ফার্মাসি ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ওষুধ বিক্রির ফলে স্থানীয় ওষুধ ব্যবসায়ীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। পাশাপাশি বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলোর দেওয়া অতিরিক্ত ছাড় বা 'ডিপ ডিসকাউন্ট'-এর কারণে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও দাবি জানানো হয়, নকল ও বেআইনি ওষুধ বাণিজ্য রোধে কঠোর নজরদারি এবং কার্যকর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভগৎ সিং যুব আবাসে উদ্ধার পিস্তিল, চাঞ্চল্য

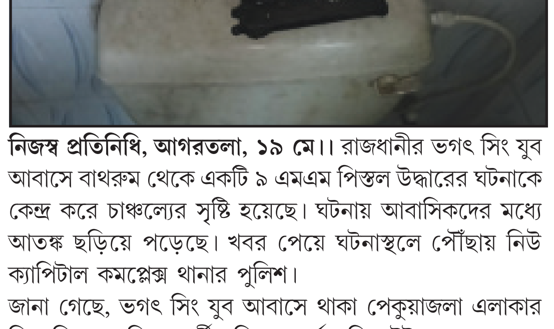

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। রাজধানীর ভগৎ সিং যুব আবাসে বাথরুম থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় আবাসিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ।

জানা গেছে, ভগৎ সিং যুব আবাসে থাকা পেকুয়াজলা এলাকার বিজেপির পরাজিত প্রার্থী মজি দেববর্মার পিএ টুটন সাহা বাথরুম ব্যবহার করতে গিয়ে সেখানে একটি ৯ এমএম পিস্তল ফেলে রেখে আসেন বলে অভিযোগ। পরে বাথরুমে থাকা অন্য আবাসিকদের নজরে বিষয়টি আসতেই হইচই পড়ে যায়।

ঘটনার পর থেকেই আবাসিকদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে ।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্গত ভিলেজ কমিটিগুলির সাধারণ নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রাজ্যের ৫২টি ব্লকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্মসংস্থানের খোঁজে ইট ভাঙার কাজে জনজাতি যুবকরা, উঠে এলো প্রত্যন্ত এলাকার বঞ্চনার ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে ।। কর্মসংস্থানের তাগিদে প্রত্যন্ত জনজাতি এলাকা ছেড়ে সমতলে এসে ইট ভাঙার কাজে যুক্ত হয়েছেন একাংশ জনজাতি যুবক। মঙ্গলবার ভোরে কাঠালিয়া এলাকায় কাজের ফাঁকে কয়েকজন শ্রমজীবী যুবকের সঙ্গে কথা বলে উঠে আসে তাঁদের কঠিন জীবনসংগ্রামের ছবি।

শিলাছড়ি ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দা নীলমণি চাকমা, রাজেশ ত্রিপুরা, রাজু মগ, রতন ত্রিপুরা ও হলং ত্রিপুরা জানান, জীবিকার তাগিদেই তাঁরা ঠিকাদারের মাধ্যমে এখানে কাজ করতে এসেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রতিদিন ৬০০ টাকা মজুরি পান। তবে সেই টাকার মধ্যেই ঘরভাড়া, খাবার ও অন্যান্য খরচ চালাতে হয়। ফলে বাড়িতে টাকা পাঠানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

তাঁদের বক্তব্য, ছোটবেলায় পড়াশোনার সুযোগ না পাওয়ায় বর্তমানে শ্রমের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে সংসার চালানোর জন্য। যুবকদের অভিযোগ, নির্বাচন এলেই রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা তাঁদের এলাকায় গিয়ে উন্নয়নের বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ভোট শেষ হলে আর খোঁজ নেওয়া হয় না। তাঁরা জানান, যে রাস্তা নির্মাণের জন্য তাঁরা ইট ভাঙার কাজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

Page 1.pmd 1 20-05-2026, 00:58

জাগরণ আগরতলা, ২০ মে, ২০২৬ ইং
৫ জৈষ্ঠ্য, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

পকেটে চাপ মধ্যবিত্তের

এক সপ্তাহের মধ্যে পরপর দু''বার জ্বালানির দাম বাড়ায় মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের পকেটে যে বড়সড় টান পড়িবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণেই তেল সংস্থাগুলো এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হইয়াছে।চলতি মে মাসে (১৯ মে, ২০২৬) প্রতি লিটারে আরও প্রায় ৯০ পয়সা দাম বাড়ানো হইয়াছে। এর আগে গত শুক্রবারই লিটার প্রতি প্রায় ৩ টাকা দাম বাড়িয়াছিল।ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যকার সাম্প্রতিক সামরিক সংঘাত এবং তার জেরে ''স্ট্রেইট অব হরমুজ'' -এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক তেল সরবরাহ রুট ব্যাহত হওয়ায় বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায় ৫০ু এর বেশি বাড়িয়া গেছে।ট্যাক্স ও লোকসান সামাল দেওয়া: তেল বিপণন সংস্থাগুলো এতদিন আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়া সত্ত্বেও দেশে দাম বাড়ায়নি। ফলে তাদের দৈনিক কয়েকশো কোটি টাকার লোকসান হইয়াছিল। সেই লোকসানের বোঝা কমাইতেই এখন খুচরো বাজারে দাম বাড়ানো শুরু হইয়াছে।সাধারণ মানুষের ওপর এর প্রভাব পেট্রল-ডিজেলের এই দাম বাড়িবার সরাসরি প্রভাব পড়িবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ওপর। লরি ও পণ্যবাহী গাড়ির ভাড়া বাড়িলে স্বাভাবিকভাবেই বাজারে শাকসবজি, ফলমূল থেকে শুরু করিয়া সব ধরনের মুদিখানার জিনিসের দাম আরও একদফা বাড়িতে পারে। যার ফলে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের সংসারের বাজেট সামলানো আরও কঠিন

হইয়া পড়িবে। ফের পকেটে চাপ মধ্যবিত্তের। পাঁচ দিনের মধ্যে দাম বাড়াইলো পেট্রোল ও ডিজেলের। মঙ্গলবার গড়ে জ্বালানিতে লিটার প্রতি ৯০ পয়সা দাম বাড়াইয়াছে তেল সংস্থাগুলির। এদিন থেকে বর্ধিত দামে পেট্রল ও ডিজেল কিনিতে হইবে ক্রেতাদের। জানা যায় এর আগে গত শুক্রবার এই দুটি জ্বালানিতে গড়ে তিন টাকা দাম বাড়ানো হইয়াছিল। তবে ফের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় যথারীতি পকেটে চাপ পড়িতে চলিয়াছে মধ্যবিত্তের।পেট্রলের দাম সবচেয়ে বেশি বাড়িয়াছে কলকাতায়। গত পাঁচ দিনে ১০৮ টাকা ৭৪ পয়সায় কিনছিলেন ক্রেতারা। কিন্তু এখন লিটার প্রতি ৯৬ পয়সা বাড়িয়া যাওয়ায় আরও বেশি টাকায় কিনিতে হইবে। এ দিন থেকে দাম দাঁড়াইল ১০৯ টাকা ৭০ পয়সা। ডিজেলের দাম ৯৪ পয়সা বাড়িয়া হইয়াছে ৯৬ টাকা ৭ পয়সা।এছাড়াও চেন্নাইয়ে পেট্রলের দাম ৮২ পয়সা বাড়িয়াছে। লিটার প্রতি দাম দাঁড়াইয়াছে ১০৪ টাকা ৪৯ পয়সা। ডিজেলের দাম ৮৬ পয়সা বাড়িঢয়া হইয়াছে ৯৬.১১ টাকা। পাশাপাশি কলকাতায় পেট্রলের দাম বড়িয়াছে ৯৬ পয়সা। ডিজেলের লিটারপ্রতি দর বাড়িয়াছে ৯৪ পয়সা। নতুন দর অনুযায়ী কলকাতায় পেট্রলের লিটারপিছু দাম ১০৯.৭০ টাকা এবং ডিজেলের লিটারপিছু দাম ৯৬.০৭ টাকা।প্রসঙ্গত পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনার আবহে দেশবাসীকে পেট্রল-ডিজেলের ব্যবহারে রাশ টানিবার বার্তা দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। যাহার মধ্যে রহিয়াছে জ্বালানি তেল, রান্নার গ্যাস, ভোজ্য তেল, সোনা, তামা, রাসায়নিক সারও রহিয়াছে। উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার মধ্যে গত ১১ মাসে পেট্রল-ডিজেলের দামে খুব একটা হেরফের হয়নি। তবে সরবরাহে টান পড়িয়াছিল। তখন থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাম বৃদ্ধির আবেদন জানাইয়া আসছিল রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি।

বক্স নগর এডিসি ভিলেজে পাঁচদিনের স্পেশাল এডমিনিস্ট্রেশন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৯ মে: বর্তমান সরকার উপজাতিদের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার গুছানোর জন্য পরিষেবা দোরগোড়া পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্পেশাল, জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বক্সনগর বিধানসভার এডিসি ভিলেজে পাঁচ দিনের স্পেশাল এডমিনিস্ট্রেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। আজকে ছিল প্রশাসনিক শিবিরের প্রথম দিন, ধনীরামপুর ভিলেজ হল ঘরে অনুষ্ঠিত হলো পাঁচ দিনের বিশেষ ক্যাম্পের প্রথম দিন। ১৯/২০/২১/২২/২৫ /৫/২৬ ইংরেজি তারিখ পর্যন্ত চলবে। যথাক্রমে ধনীরামপুর, পাঁচ নালিয়া, বিজয়নগর, দয়াল পাড়া উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় গুলোতে। সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো তাদের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পরিষেবা ঘরে ঘরে পৌছানো দেওয়ার লক্ষ্যে এবং তারা যাতে তথ্যপ্রযুক্তি এবং আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে কোন কারনেই বাদ না পড়ে, আর্থিকভাবে উন্নতি সাধন করে। সুশাসনের লক্ষ কে সামনে রেখে সরকারের অগ্রগতি উন্নয়নের প্রতীক তার জন্য স্পেশাল ক্যাম্পের আয়োজন।

আজকের এই ধনীরামপুর মহতি স্পেশাল ক্যাম্পে, উপস্থিত ছিলেন ফিশারী দপ্তর, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর, ডিডাবলু এস, স্বাস্থ্য দপ্তর, আধার কার্ড বানানো দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর আর ডি ব্লকের কর্মকর্তাগণ, আই সি ডি এস দপ্তর, ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল দপ্তর,। জনজাতি অংশের মহিলা পুরুষ যুবক যুবতি সকাল ন'টা থেকেই লাইনে ভীড় জমিয়েছেন, প্রশাসনিক সুবিধা গ্রহণ করার জন্য। কৃষি দপ্তর থেকে গ্রাম সেবক কর্মীরা উপস্থিত হয়ে, উপজাতি বেনিফিশারীদের সরকার কর্তৃক কি কি সুযোগ-সুবিধা আছে তার প্রেক্ষাপট আলোচনা করেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কেসিসি লোন পাওয়া যায় কৃষি দপ্তর থেকে, স্বল্প সুদে কৃষকদের লোন দেওয়া হয়। তাছাড়া ফসল বীমা যোজনা। পিএমকৃষি সম্মান নিধি যোজনা ইত্যাদি ইত্যাদ। কেসিসির মাধ্যমে মাছ চাষ করার জন্য লোন দেওয়া হয় ফিশারি দপ্তর থেকে। ফিশারী দপ্তরের মাধ্যমে জেলেদের বা মৎস্য শিকারীদের, বীমা যোজনা করানো হয়, কোন জেলে মাছ ধরতে গেলে, বিদ্যুৎ চমকানোর মাধ্যমে মারা গেলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত বীমা দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ চমকানোর ফলে আহত হলে পাবেন ২৫ হাজার টাকা।

ডিডাবলু এস পাইপলাইন বিভিন্ন জলের সমস্যা সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাদেরকে সচেতনতামূলক জ্ঞান ধারণা দেওয়া হয়। এআরডিডি, অর্থাৎ প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর বক্সনগর ভেটেনারি অফিসের উদ্যোগ ভেটেনারি অফিস থেকে শুলানকি সরকার এবং উনার দলবল নিয়ে স্পেশাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্যাম্পে উপস্থিত হন। উপজাতি অংশের সাধারণ মানুষ তারা বিভিন্নভাবে পশু লালন পালন করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করার জন্য শালা পরামর্শ দেন এবং বিভিন্ন ওষুধ প্রদান করেন। শুকর হাঁস মুরগি ছাগল গরু, বিভিন্ন সময়ে রুগ পীড়া হয়, তার জন্য প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। গরু ছাগল শুকরের বীমা করার জন্য তিনি উপজাতি অংশে মানুষের নিকট আলোচনা করেন, স্বল্প প্রিমিয়ারে ভালো ইন্সুরেন্স আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার একমাত্র ভরসা হলো বীমা। উনার দপ্তর পশু চিকিৎসা এবং বিভিন্ন পরিষেবা পাবার জন্য ফোন করার জন্য বলেন। আজকে বিনামূল্যে প্রায় ৬৫ জনের মতো উপজাতি মানুষদের মধ্যে ঔষধ প্রদান করা হয়। আইসিডিএস প্রজেক্টর সিডি পো সাহেব প্রবাল বর্মন, সামাজিক বিভিন্ন ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা ওই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং যেকোনো সমস্যা হলে যোগাযোগ করা হয়। ধনীরামপুর উপজাতি অংশের লোকেরা স্পেশাল এডমিস স্টেশন ক্যাম্প দেখে খুশি ও আনন্দ উপভোগ করেন, কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে ও খুশির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়, মহাকুমা প্রশাসন থেকে পি আর টি সি, এসটি সার্টিফিকেট এবং ইনকাম সার্টিফিকেট প্রদান করার কথা থাকলেও কেন বা কি কারণে৫ে

ইতালি ও ভারত: ইন্দো-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জন্য একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব

ভারত ও ইতালির সম্পর্ক এখন নির্ণায়ক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের মধ্যকারএইসম্পর্ক অভূতপূর্ব গতিতে প্রসারিত হয়েছে।এই সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধুত্ব থেকে বিকশিত হয়ে এখনএক বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বের রূপ নিয়েছে, যার ভিত্তি হলো স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মূল্যবোধ এবং ভবিষ্যতের জন্যএক অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি।

এমন একটি সময়ে, যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এক গভীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকরছে, তখন ইতালি ও ভারতের মধ্যকার এইঅংশীদারিত্ব উচ্চতর রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিয়মিত মতবিনিময়ের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এই অংশীদারিত্ব এখন এক নতুন ও উন্নততর মাত্রা লাভ করছে- যা আমাদের অর্থনৈতিক গতিশীলতা, সামাজিক সৃজনশীলতা এবং সহস্রাব্দ-প্রাচীন সভ্যতার প্রজ্ঞার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা সেই যৌথ উপলব্ধিরই প্রতিফলনযা, একবিংশ শতাব্দীর সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা মূলত বিভিন্ন দেশের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, জ্বালানি রূপান্তর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং কৌশলগত সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় করার সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে, আমরা নতুন নতুন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এবং আমাদের পারস্পরিক পরিপূরক শক্তিগুলোকে একীভূত করার উদ্দেশ্যে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও গভীর ও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি। আমাদের লক্ষ্য হলো- ইতালির নকশা, উৎপাদন উৎকর্ষ এবং বিশ্বমানের সুপারকম্পিউটার প্রযুক্তির (যা একটি শিল্পশক্তি হিসেবে ইতালির অবস্থানকে তুলে ধরে)সাথে ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি, প্রকৌশল প্রতিভা, বিশাল কর্মপরিধি এবং উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা-বান্ধব পরিবেশের (যেখানে ১০০টিরও বেশি ''ইউনিকর্ন'' ও ২ লক্ষেরও বেশি ''স্টার্ট-আপ'' প্রতিষ্ঠান রয়েছে) মধ্যে এক শক্তিশালী সমন্বয় বা ''সিনার্জি'' গড়ে তোলা। এটি কেবল একটি সাধারণ সংহতি নয়, বরং এটি হলো মূল্যবোধের এক যৌথ সৃষ্টিপ্রক্রিয়া- যেখানে আমাদের নিজ নিজ শিল্পশক্তির সামর্থ্য একে অপরকে আরও বহুগুণে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করে তুলছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি উভয় দিকেই বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করেছে। আমরা ২০২৯ সালের মধ্যে ইতালি ও ভারতের মধ্যকার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ২০ বিলিয়ন ইউরোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে এবং তা অতিক্রম করতে চাই।এক্ষেত্রে আমরা প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ শিল্প, পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, স্বয়ংচালিত যন্ত্রাংশ, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধশিল্প, বস্ত্রশিল্প, কৃষি-খাদ্য, পর্যটন এবং আরও অন্যান্য খাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করব।

বিশ্বজুড়ে 'মেইডইনইতালি' সর্বদা উৎকর্ষের সমার্থক হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে,আর বর্তমানে ''মেইকইনইন্ডিয়া'' উদ্যোগের উচ্চমানের লক্ষ্যগুলোর সাথে এর এক স্বাভাবিক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মেলবন্ধন গড়ে উঠেছে।এই প্রেক্ষাপটে, ভারতের বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদনে ইতালীয় ব্যবসায়ীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং ইতালিতে ভারতীয় শিল্পগুলোর প্রসারের ফলে বর্তমানে উভয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০০০ ছাড়িয়ে গেছে। এটিএকটি অত্যন্ত ইতিবাচক লক্ষণ; যা আমাদের সরবরাহ শৃঙ্খলগুলোর পারস্পরিক সংহতিকে আরও সুদৃঢ় করবে।

আমাদের অংশীদারিত্বের মূল ভিত্তিহলপ্রযুক্তিগত উদ্ভাবন। আগামী দশকগুলো এক অপরিমেয় প্রযুক্তিগত বিপ্লব দ্বারা রূপায়িত হবে, যার বৈশিষ্ট্য হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, উন্নত উৎপাদন, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর মতো ক্ষেত্রগুলিতে অগ্রগতি।

ভারতের গতিশীল উদ্ভাবনী পরিমণ্ডল, উচ্চ দক্ষ পেশাদার প্রতিভার ভান্ডার এবং ইতালির উন্নত শিল্প সক্ষমতা- এই সবকিছু মিলে উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে আমাদের সহযোগিতাকে স্বাভাবিক এবং কৌশলগত উভয়ই

নরেন্দ্র মোদী,
ভারতের প্রধানমন্ত্রী,এবং
জর্জিয়া মেলোনি,
ইতালীয় প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রীপরিষদের সভাপতি

করে তুলেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব এটিকে আরও শক্তিশালী করবে। ভারতের ডিজিটাল গণপরিকাঠামো ইতোমধ্যেই বহু দেশে, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিতে, সাড়া জাগাচ্ছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইতোমধ্যেই আমাদের সমাজ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন যেন দায়িত্বশীল এবং মানবকেন্দ্রিক হয়, তা নিশ্চিত করতে ইতালি ও ভারত দীর্ঘদিন ধরে সহযোগিতা করে আসছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ভারত ও ইতালিও এআই-কে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে দেখছে, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের জন্য, যেখানে ডিজিটাল গণ-পরিকাঠামো এবং সহজলভ্যতা, বহুভাষিক প্রযুক্তি বিভেদকে আরও গভীর করার পরিবর্তে তা দূর করতে পারে। প্রযুক্তির কেন্দ্রে মানুষকে স্থাপনকারী ভারতের 'মানব' দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইতালির মানবতাবাদী ঐতিহ্যে প্রোথিত মানবকেন্দ্রিক 'অ্যালগরিদম-নীতিশাস্ত্র' প্রচারে তার নেতৃত্বের উপর ভিত্তি করে, আমাদের এই অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে চায় যে, এআই সামাজিক ক্ষমতায়নের অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।আমাদের কর্মপন্থা ভারতের ডিজিটাল সক্ষমতার সাথে ইতালির নৈতিক ও শিল্প দক্ষতার সমন্বয় ঘটাচ্ছে, যা প্রযুক্তিকে মানব মর্যাদার সেবায় নিয়োজিত করছে। নিরাপদ ডিজিটাল সহযোগিতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থিতিস্থাপক সাইবার পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অনুশীলনগুলো ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে, আমরা এমন একটি উন্মুক্ত, বিশ্বাসযোগ্য এবং ন্যায়সঙ্গত ডিজিটাল পরিসর তৈরি করতে চাই যেখানে প্রতিটি দেশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে রূপ দিতে এবং এর থেকে উপকৃত হতে পারবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ইতালির জি৭ প্রেসিডেন্সি এবং নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এর ফলাফলের মূল ভিত্তি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে মানুষের জন্য মানুষের তৈরি একটি হাতিয়ার হিসেবে কল্পনা করার অর্থ হলো, এই দৃঢ়তায় বলা যে প্রযুক্তি কোনো ব্যক্তিকে প্রতিস্থাপন করতে বা তার মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না, কিংবা জনবিতর্ককে প্রভাবিত করতে বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হতে পারে না। ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে স্বাধীনতা ও মানব মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের কর্মপন্থা ঠিক এই চ্যালেঞ্জের উপরেই নির্ভরশীল।

আমাদের সহযোগিতার পরিধি মহাকাশ খাত পর্যন্তও বিস্তৃত হচ্ছে। মহাকাশ অনুসন্ধান ও উপগ্রহ প্রযুক্তিতে ভারতের ঈর্ষণীয় অগ্রগতি এবং এর পাশাপাশি ইতালির মহাকাশ প্রকৌশলগত উৎকর্ষ- উভয়ের সংমিশ্রণ যৌথ উদ্যোগ ও পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুযোগের দ্বার উন্মোচন করেছে। জাতিসমূহের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা অপরিহার্য হিসেবেই বিদ্যমান। ইতালি ও ভারত প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা এবং কৌশলগত প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলোতে তাদের সহযোগিতা আরও জোরদার করতে আগ্রহী। আমাদের এই সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সন্ত্রাসবাদ, আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্র, মাদক পাচার, সাইবার অপরাধ ও মানব পাচারের মতো হুমকিগুলোর মোকাবিলায় আমাদের সক্ষমতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে।

শক্তি খাত আমাদের অংশীদারিত্বের আরেকটি মূল স্তম্ভ। বহুমুখী শক্তির উৎসের দিকে বিশ্বব্যাপী উত্তরণের জন্য প্রয়োজন উদ্ভাবন, বিনিয়োগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা। ভারত ও ইতালি বর্তমানে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে শুরু করে হাইড্রোজেন প্রযুক্তি এবং স্মার্ট গ্রিড থেকে শুরু করে দুর্যোগ- সহনশীল পরিকাঠামো- এমন নানা ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করছে। যেখানে 'সবুজ হাইড্রোজেন' রপ্তানির একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ভারতের প্রচেষ্টা বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, সেখানে নবায়নযোগ্য পরিকাঠামো খাতে ইতালির উন্নত প্রযুক্তি এবং ইউরোপের জন্য একটি 'শক্তি-দ্বার' হিসেবে দেশটির কৌশলগত ভূমিকা এই প্রচেষ্টাকে নিখুঁতভাবে পূর্ণতা প্রদান করছে। এই প্রেক্ষাপটে, ভারতের নেতৃত্বে গৃহীত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ-যেমন: 'আন্তর্জাতিক সৌর জোট', 'দুর্যোগ-সহনশীল পরিকাঠামো জোট' এবং বৈশ্বিক জৈবজ্বালানি জোট'-এ অন্যান্য দেশের পাশাপাশি আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতাও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ভৌত, ডিজিটাল এবং মানবিক সংযোগই হলো সেই সুতো যা আমাদের একসূত্রে গেঁথে রাখে। ভারত ও ইতালি উভয়ই বিশ্ব অর্থনীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র- ইন্দো-প্যাসিফিক এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এই অঞ্চলগুলোকে পৃথক ক্ষেত্র হিসেবে দেখা যায় না, বরং ক্রমবর্ধমানভাবে আন্তঃসংযুক্ত স্থান হিসেবেই দেখতে হয়। বস্তুত, আমরা এমন একটি অঞ্চলের উত্থান প্রত্যক্ষ করছি যাকে ইন্দো-মেডিটেরেনিয়ান বলা যেতে পারে।এটি বাণিজ্য, প্রযুক্তি, শক্তি, তথ্য এবং ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ করিডোর যা ভারত মহাসাগরকে ইউরোপের সাথে সংযুক্ত করছে। ঠিক এই আন্তঃসংযুক্ত পরিসরের মধ্যেই আমাদের বন্ধন স্বাভাবিকভাবেই একটি বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বে বিকশিত হয়- যা দুটি মহাদেশকে সংযুক্ত করছে এবং নতুন বৈশ্বিক গতিপ্রকৃতিকে রূপদিচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে, 'ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর' এমন একটি রূপকল্পের প্রতিনিধিত্ব করে, যার লক্ষ্য হলো আধুনিক পরিবহন ও পরিকাঠামো, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক, জ্বালানি ব্যবস্থা এবং স্থিতিস্থাপক সরবরাহ শৃঙ্খলের মাধ্যমে আমাদের অঞ্চলগুলোকে সংযুক্ত করা। এই রূপকল্পকে বাস্তবে রূপ দিতে ভারত ও ইতালি অন্যান্য অংশীদারদের সাথে যৌথভাবে কাজ করতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমাদের দুই দেশের মধ্যকার গভীর অংশীদারিত্ব এবং সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের অভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করতে পারি। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে, 'ধর্ম'-এর ধারণাটি এমন এক দায়িত্ববোধের জন্ম দেয়, যা আমাদের প্রতিটি কর্মকে পথপ্রদর্শন করতে বাধ্য।অন্যদিকে, 'বসুধৈব কুটুম্বকম'- অর্থাৎ 'সমগ্র বিশ্বই এক পরিবার'- এই নীতিটি বর্তমানের এই পারস্পরিক সংযুক্ত ডিজিটাল যুগে অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেছে।

রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগে প্রোথিত ইতালির মানবতাবাদী ঐতিহ্যের মাঝেও এই মূল্যবোধগুলোর এক স্বাভাবিক প্রতিধ্বনি খুঁজে পাওয়া যায়; যে ঐতিহ্য প্রতিটি মানুষের মর্যাদা এবং বিভিন্ন জাতি ও সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করার ক্ষেত্রে সংস্কৃতির অসীম শক্তিকে বিশেষভাবে তুলে ধরে। তাই আমাদের এই অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য হলো- আমাদের দুই দেশের জনগণকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে- ভারত ও ইতালির মধ্যে একটি শক্তিশালী ও ভবিষ্যৎমুখী অংশীদারিত্বের ভিত্তি স্থাপন করা।

নানা জনের নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ: একটি রম্য রচনা

পুলক মিত্র

পাড়ায় বা কফি হাউসে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মোলাকাত আমার সেই কলেজবেলা থেকেই। এঁরা প্রত্যেকে জীবনের নানা সময়ে নানা প্রক্রিয়ায়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, সুকুমার রায়ের ভাষায় "স্টুপেন্ডাস অ্যামাউন্ট অব অ্যাস্টাউন্ডিং ইনফরমেশানস" জোগাড় করে লোকজনের মধ্যে বিলিয়েছেন। মনে রাখতে হবে আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট ইত্যাদি কিছুই ছিল না। অতএব তাঁরা তথ্য গোপন রাখলেও পারতেন, কিন্তু তাঁরা তা করেননি, নিজেদের সঞ্চিত ভান্ডার অকাতরে বিলিয়েছেন।

বিমলবাবু এঁদের মধ্যে প্রথম সারির লোক। উনি না থাকলে আমরা জানতেই পারতাম না যে প্রশান্ত নামে কে একজন রবি ঠাকুরের হিসেবের খাতা দেখে দিত। 'আরে প্রশান্ত না থাকলে উত্তরায়ণের জমির পিছন দিকের আমবাগান কেনার কথা রবিদা ভাবতেই পারতেন না। একটা একটা করে পয়সা বাঁচিয়ে প্রশান্ত ওই জমি কিনে দিয়েছিল।' আমরা হাঁ করে শুনতাম।

বহু বছর বাদে সাহসে ভর করে এক দিন জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, "আচ্ছা, ওই প্রশান্ত লোকটা কে?" উনি তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে বলেছিলেন, 'আরে তোমরা যাকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বলো, আমি রবিদা, নন্দদা, রাম, আর দু'চার জন ওকে প্রশান্ত বলেই ডাকতাম। পাটনার কাছে বাড়ি। বড়লোকের ছেলে। তা ওর বাপ এক দিন রবিদার পায়ে কেঁদে পড়ল গুরুদেব, আমার ছেলেটার কী হবে? আমি রবিদার কানে ফিসফিস করে বললেম, নিয়ে নিন, হিসেব রাখার জন্যও তো একটা লোকের দরকার। রবিদা কলমের এক খোঁচায় চাকরিতে বহাল করে নিলে। তার পর কী হল, সে তো তোমরা সবাই জানো।' আমরা হতবাক। বিমলবাবু জীবনে না হোক গোটা দশেক রবীন্দ্র-বিষয়ক বই লিখেছেন এবং সম্পূর্ণ বিনি পয়সায় জোর করে সেগুলো পরিচিতদের মধ্যে বিলিয়েছেন। সবচাইতে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, কয়েক জন সেগুলো মন দিয়ে পড়েওছে এবং ভাগ্নে-ভাইঝিদেরও পড়িয়ে ইসকুল কলেজের পরীক্ষায় সেইসব থেকে রেফারেন্স টেনে উত্তর লিখিয়েছেন। এ নিয়ে অবিশ্যি কোনও প্রকার তর্ক উঠলে বাজারে চলতি রবীন্দ্রজীবনী এবং সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটা বই ঘাঁটলেই সব সন্দেহের নিরসন সম্ভব।

কমলদা যেমন নিয়ম করে দিয়েছিলেন, ওঁর বাড়িতে কেবল বাচ্চাদেরকেই নয়, অতিথি অভ্যাগতরা এলেও ঠাকুর চাকরেরা পরিবেশন করার সময় পাতের ওপর লুচি দুলিয়ে জিজ্ঞেস করবে 'আর একটা দেব কি? প্রাথমিক অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার পর আমাদের মতো নির্লজ্জ বেহায়া কেউ যদি এ হেন অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কমলদার চটজলদি উত্তর,'এটাই ঠাকুরবাড়ির ট্র্যাডিশন। এর মধ্যে যে বাঙালিত্ব লুকিয়ে আছে, যে সংযম-শিক্ষা, যে মানসিক স্থৈর্য্যের পরীক্ষা, যে আর্য সভ্যতার......' ইত্যাদি ইত্যাদি। এর পর তো আর কিছুই বলার থাকতে পারে না। দুঃখের কথা, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আম বাঙালির উচ্ছ্বাস থেকে বরাবরই আমাকে একটু দূরে দূরে থাকতে হয়েছে। সব সময় যে পুরো ব্যাপারটা বুঝে পাশ কাটিয়ে গেছি তা নয়, বেশির ভাগ সময়ে উনিই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমার পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন বললেই বরং নিজের কাছে খানিকটা সৎ থাকা যাবে।

একদম ছেলেবেলায় যে ক'টি কবিতা মুখস্থ করলে বাপ-মায়ের কর্তব্যপরায়ণতা এবং সেই সময়ে তাঁদের সাংস্কৃতিক- মনস্ত-পশ্চিমবঙ্গীয়-বামপন্থী অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হত না, এবং ভবিষ্যতে সদর দরজা ঠেলে বাড়িতে ধোপা-নাপিতের আনাগোনার ব্যবস্থাটিও মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রাখা যেত, সেই ক'টা কবিতা আমি যতটা সম্ভব মন দিয়ে একপ্রকার মুখস্থ করেছিলাম। "একপ্রকার" বলার কারণ এই যে, অসমবয়স্ক কিছু ব্যক্তির লাগাতার কালচারালি রাবীন্দ্রিক চাপ এবং একটি নেহাতই নবীন কিশোরকে একলা পেয়ে উদ্বুদ্ধ করার নাছোড় গোঁ সত্ত্বেও আমি কোনও দিন স্টেজে ওঠার আগে দাঁতে দাঁতে করতাল বাজিয়ে সর্বাঙ্গে ঠকাঠক কাঁপুনি ধরাকে আটকাতে পারিনি। উত্তেজিত আত্মীয়েরা প্রথমাবস্থায় শারীরিক বেরামটিকে "আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরু দুরু" গোছের পোয়েটিক ইন্সপিরেশন, বা সোজা বাংলায় কাব্যিক প্রতিভাসম্পন্ন অপাপবিদ্ধ বালকের ভর হওয়া বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু পঁচিশে বৈশাখের পর বাইশে শ্রাবণেও ফের এক বার যখন "হে মোর চিত্ত..." বলেই আটকে গিয়ে সর্বসমক্ষে কোঁকাতে শুরু করলাম, তখন তারা কেস গোলমেলে বুঝে শেষমেশ সরেই দাঁড়ালেন। সবচাইতে দুঃখ পেয়েছিলেন আবৃত্তি শেখাতে আসা ভদ্রলোক। এবার জয়দেবের কথা বলি। জয়দেব এক বার রবীন্দ্র সন্ধ্যায় সাঙ্ঘাতিক একটা কারবার করেছিল। "দিকে দিকে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে" দিয়ে কবিতা আবৃত্তি শুরু করে মাঝে, মানে, ''প্রাসঙ্গিক ফাঁকে'' ও ''দুর্গম গিরি কান্তার মরু'' ইত্যাদি ঢুকিয়ে এলাকায় হইচই ফেলে দেয়। যা-ই হোক, সেই সময়ে আমাদের পাড়ার লোকাল কমিটির সেক্রেটারির আদি বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ। ওঁর আত্মীয় এক বাংলাদেশি কবি সেবার রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময় উপস্থিত থাকায় তাঁকেই সভাপতি করা হয়। জয়দেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কোনও তুলনা হয় না। দেবতার গ্রাসে "কাণ্ডারী বলো"-কে ঢুকিয়ে নিমেষে 'ভাইজান বলো ডুবিছে মানুষ' বলায় সবার সে কি হাততালি। জয়দেবের ভাইপোকে চুলদাড়ি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে আনা হয়েছিল ডুবে যাওয়ার আগে "মাসি মাসি" বলে চিৎকার করার জন্য। স্টেজের ওপর সাড়ে তিন ফুট রবীন্দ্রনাথ কচি গলায় "মাসি" আর্তনাদে পাড়া প্রকম্পিত করে তুলছে এমন শিহরন জাগানো দৃশ্য যারা দেখেননি, তাঁদের উদ্দেশে "আপনারা রবীন্দ্রনাথকে চিনলেন না" ছাড়া আমার আর কিছুই বলার নেই। গোটা পৃথিবী জুড়ে যেখানেই চারটে বাঙালি জুটেছে, সেখানেই ট্রাঙ্ক হটিয়ে, মায়ের শাড়ি, বাবার ধুতি, বউয়ের ওড়না টাঙিয়ে মঞ্চ বেঁধে, বউকে আর মেয়েকে "গীতবিতান"-এর সামনে বসিয়ে, গান তুলিয়ে, ছেলেকে দিয়ে "বীরপুরুষ" মুখস্থ করিয়ে রবীন্দ্র-সন্ধ্যার আয়োজন করেছে। বৈশাখের প্রখর রোদ অগ্রাহ্য করে মহিলাদের দেখেছি, ঠোঁটে লিপস্টিক, কচি কলাপাতা রঙের জরি বসানো শাড়িতে শোভিত হয়ে কুচো বাচ্চার গালে ফলস দাড়ি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে ইসকুলে নিয়ে চলেছেন। বাচ্চাটির ফুটপাথে ঠোক্কর খেতে খেতে "এই গেল সেই গেল" অবস্থা, মা-টি বাচ্চার ডানা হেঁচকে তার মধ্যেই টানতে টানতে 'কানে তাঁদের গোঁজা জবা ফুল "এর পর কী হল বলে," ড্যাডি কাল তোমায় যেমন ভাবে বলতে বলেছে, সে ভাবে বলো বলতে বলতে মেক-আপ গলে যাওয়া মিসেস দাশগুপ্তর ছেলেকে টপকে কী ভাবে তার কচিটি বাংলার সাংস্কৃতিক আকাশে ধুমকেতুর ন্যায় উদিত হয়ে বাকিদের ভাত মেরে দেবে, সেই চিন্তায় আকুল হয়ে ছুটে চলেছেন। মা-টির কানে জবা ফুল গুঁজে তেপান্তরে ছেড়ে দিলে বাংলার উন্নতি ত্বরান্বিত হত সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাসের অনেকটাই ওনার লেখা না পড়ে বছরে এক বার পুজো-প্যান্ডেলে কেবলমাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর কিশোরকুমারের গলায় তাঁর গান শোনা, এবং একটা বয়সের পরে অফিসের ব্যাগ বগলদাবা করে শেয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে উনি "মহেশ" নামক ছোট গল্পটি লিখেছিলেন না "ছুটি", এই তর্কের একজিস্টেনশিয়াল মীমাংসায় সীমাবদ্ধ। আমাদের পাড়ার ইসকুলের হেডমাস্টারমশাই বিনয়বাবু নিজে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা চটি বই ছাপিয়ে বের করেছিলেন। আবার বলি, সামান্য মাইনের চাকরিতে সংসার চালিয়ে, বড় ছেলের নাম রথীন্দ্রনাথ, ছোট ছেলের নাম সমীকেন্দ্রনাথ রেখে বাড়িতে কাকিমাকে সারা জীবন ঘটিহাতা ব্লাউজ পরিয়ে অকল্পনীয় কৃচ্ছ্রসাধনের পরেও এমন উৎসাহ দেখে "কেয়াবাত" না বলে উপায় নেই। তবুও উনি আবেগমথিত কণ্ঠে যখনই "তোমরা ভেবে দেখো, উনি কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন, যে সময় ইলেকট্রিসিটি ছিল না, বাস-ট্রাম ছিল না, সে যুগেও উনি কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন' বলে হাল্কা ঠোঁট কাঁপিয়ে মাটির দিকে চেয়ে চশমার কাচ মুছতেন, আমাদের কেমন একটা খটকা লাগত। আমাদের ক্লাসের সুমন্ত্র বরাবরের চুপচাপ ভাল মানুষ কারও সাতে-পাঁচে না থাকা বেচারা মার্কা ছেলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুররা তো জমিদারির পয়সায় বড়লোক ছিলেনই, কিন্তু ওঁদের এত কাঁচা পয়সার আসল সোর্স যে মিষ্টি বিক্রি করে, সেটা কি জানতেন? রবীন্দ্রনাথের বাবার নাম ছিল দ্বারিকানাথ ঠাকুর, ওই নামেই দ্বারিকের মিষ্টির দোকান বড় রাস্তার ওপর এবং সারা দিন বিক্রি দেখলে মাথা ঘুরে যাবে ইত্যাদি ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও সামাজিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য আমরা সুমন্ত্রর লেখা থেকেই প্রথম জানতে পারি। আপনারা ভাবছেন ফের সস্তা রসিকতায় বাজার মাত করার চেষ্টা করছি তা করছি সন্দেহ নেই, তবে এতেও সন্দেহ নেই যে, গত বেশ কিছু দশক আমাদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এই যে এত পপুলার কবি হয়ে উঠেছেন, তার ভিত্তি এই ধরনের কয়েকটি পাথ-ব্রেকিং ইনফরমেশন। রবীন্দ্রনাথ প্রায় একা হাতে আমাদের জীবন, সাহিত্য, ছবি দেখার চোখ, রাজনীতি, স্বদেশ ও জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ফান্ডামেন্টাল প্রেমাইসগুলোকে যেমন উল্টে পাল্টে দিয়েছিলেন, তেমনই আবার আমরা "সে যুগেও নোবেল" পাওয়ার মতো অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা বা দ্বারিকের সন্দেশ ব্যবসার সঙ্গে ওঁদের পৈতৃক যোগাযোগ স্থাপিত করে ওঁকে সমকালের প্রয়োজন অনুযায়ী ছাঁচে ফেলে গড়েপিটে নিয়েছি। এই ভাবেই নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিপ্লবের মহান নেতা কমরেড হো চি মিনের ১৩৭ তম জন্মদিন পালন সিপি আই এম পার্টির রাজ্য দফতরে।

বি.সি. খাণ্ডুরির প্রয়াণে শোক রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর, ‘অত্যন্ত হৃদয়বিদারক’

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (আইএএনএস): প্রাক্তন উত্তরাখণ্ড মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভুবন চন্দ্র খান্দুরি-র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মঙ্গলবার দীর্ঘ অসুস্থতার পর দেরাদুনের ম্যাক্স হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল বি.সি. খাণ্ডুরি।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু এক শোকবার্তায় বলেন, “প্রাক্তন উত্তরাখণ্ড মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অব.) বি.সি. খাণ্ডুরির প্রয়াণের খবর অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।”

তিনি বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার পর তিনি জনজীবনে সৎ, সরল, স্বচ্ছ এবং উন্নয়নমুখী রাজনীতির এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। দেশের উন্নয়ন, উত্তরাখণ্ডের অগ্রগতি, সুশাসন ও জনকল্যাণের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলেও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, ‘‘প্রাক্তন উত্তরাখণ্ড মুখ্যমন্ত্রী মেজর জেনারেল ভুবন চন্দ্র খাণ্ডুরি (অব.)-র প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। সেনাবাহিনী থেকে রাজনীতির ময়দান প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান অমূল্য।”

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, উত্তরাখণ্ডের উন্নয়নে তিনি সবসময় নিবেদিত ছিলেন, যা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তিনি নিরলসভাবে কাজ করেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও এই প্রবীণ বিজেপি নেতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন। তিনি একে উত্তরাখণ্ড এবং ভারতীয় জনতা পার্টি-র জন্য ‘‘অপূরণীয় ক্ষতি” বলে অভিহিত করেন।

শাহ বলেন, “তিন দশকেরও বেশি সময় সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করে তিনি সারাজীবন ‘জাতি প্রথম’-এর আদর্শে অবিচল ছিলেন। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জনকল্যাণে রাজ্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন।”

১৯৩৪ সালের ১ অক্টোবর দেরাদুনে জন্মগ্রহণ করেন ভুবন চন্দ্র খাণ্ডুরি। ১৯৫৪ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে ৩৬ বছর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৮২ সালে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে অতি বিশিষ্ট সেবা পদক (এভিএসএম) প্রদান করা হয়।

১৯৯০-এর দশকে রামমন্দির আন্দোলনের সময় তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং বিজেপিতে নাম লেখান। ১৯৯১ সালে গড়ওয়াল কেন্দ্র থেকে প্রথমবার লোকসভায় নির্বাচিত হন। পরে ১৯৯৮, ১৯৯৯ এবং ২০০৪ সালেও একই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন।২০০৭ থেকে ২০০৯ এবং পরে ২০১১ থেকে ২০১২ দুই দফায় উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রশাসনিক কঠোরতা, স্বচ্ছতা এবং দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান তাঁকে বিশেষ পরিচিতি দেয়।

হায়দরাবাদে তেলেঙ্গানা এসিবি-র অভিযানে জল বোর্ডের আধিকারিকের ঘর থেকে উদ্ধার ১.১০ কোটি টাকা নগদ, সোনা ও সম্পত্তির নথি

হায়দরাবাদ, ১৯ মে (আইএএনএস): তেলেঙ্গানার দুর্নীতি দমন শাখা (এসিবি) মঙ্গলবার হায়দরাবাদে পরিচালিত একাধিক অভিযানে হায়দরাবাদ মেট্রো ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ বোর্ডের (এইচএমডব্লিউএসএসবি) এক আধিকারিকের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে ১.১০ কোটিরও বেশি নগদ অর্থ, প্রায় এক কেজি সোনার গয়না এবং একাধিক সম্পত্তির নথি উদ্ধার করেছে।

অভিযুক্ত আধিকারিক এস. এল. কুমার, যিনি এইচএমডব্লিউএসএসবি-র রেড হিলস শাখার জেনারেল ম্যানেজার পদে কর্মরত। তাঁর পরিচিত আয় উৎসের তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পত্তি থাকার অভিযোগের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়।

দুর্নীতি দমন শাখার এক ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ (ডিএসপি)-এর নেতৃত্বে আটটি স্থানে একযোগে তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রের খবর, অভিযানে ১.১০ কোটি টাকা নগদ, প্রায় এক কেজি সোনার গয়না, ২.৫ কেজি রুপোর সামগ্রী এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তির নথি উদ্ধার হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে আধিকারিকের প্রায় ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তির হদিস মিলেছে বলে সন্দেহ করছে এসিবি। এর মধ্যে রয়েছে হায়দরাবাদের বিভিন্ন গেটেড কমিউনিটিতে তিনটি ফ্ল্যাট, ছয়টি খোলা প্লট এবং নিজামাবাদ জেলায় তিন একর কৃষিজমি। এছাড়াও তাঁর মালিকানাধীন একাধিক গাড়িরও সন্ধান পেয়েছে তদন্তকারীরা।

মঙ্গলবার ভোর থেকে কুমারের বাড়ি এবং তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে যুক্ত হায়দরাবাদ, রঙ্গারেড্ডি ও নিজামাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান শুরু হয়। মল্লাপুরে তাঁর বাসভবনে নগদ অর্থ গণনা, সোনা-রুপোর সামগ্রী সিল করা এবং বিভিন্ন সম্পত্তির নথি খতিয়ে দেখতে দেখা যায় তদন্তকারীদের।

বর্তমানে এস. এল. কুমারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এসিবি। তাঁর ব্যাংক লকারগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের মতে, তাঁর সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সন্ধ্যার মধ্যে প্রকাশ করা হতে পারে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ডিসেম্বরেও তেলেঙ্গানা পরিবহণ দফতরের এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযান চালিয়ে ১০০ কোটিরও বেশি মূল্যের সম্পত্তির হদিস পেয়েছিল এসিএইচ। মহবুবনগরের ডেপুটি ট্রান্সপোর্ট কমিশনার মুড কিশানের বিরুদ্ধে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পত্তির মামলা দায়ের হয়েছিল। যদিও নথিভুক্ত সম্পত্তির মূল্য ছিল ১২.৭২ কোটি টাকা, তবে বাজারমূল্য ১০০ কোটিরও বেশি বলে অনুমান করা হয়েছিল।

ঝড়ের জল নিষ্কাশন প্রকল্পে অনিয়ম, এফআইআর ও সাসপেনশনের নির্দেশ আমদাবাদ পুরসভার

আমদাবাদ, ১৯ মে (আইএএনএস): ঝড়ের জল নিষ্কাশন প্রকল্পে আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগে বড় পদক্ষেপ করল আমদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (এএমসি)। তদন্তে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ার পর চার ইঞ্জিনিয়ারিং আধিকারিককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ফৌজদারি মামলা দায়ের, কোটি টাকার বেশি অর্থ পুনরুদ্ধারের নির্দেশ এবং জড়িত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পুরসভার ভিজিল্যান্স বিভাগের প্রাথমিক তদন্তে শহরের পূর্বাঞ্চলের একাধিক ঝড়ের জল নিষ্কাশন প্রকল্পে মাপজোখের নথি ও বিল সংক্রান্ত নানা অনিয়ম সামনে আসে। অভিযোগের মধ্যে ছিল মাপজোখের বইয়ে (পরিমাপ বই) পরিবর্তন, একই তথ্য একাধিকবার ব্যবহার, আগের প্রকল্পের তথ্য কপি-পেস্ট এবং প্রকৃত কাজের সঙ্গে নথিভুক্ত তথ্যের অসঙ্গতি।

তদন্তে ঠিকাদার সংস্থা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতা (পিএমসি) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এর মধ্যে ছিল ভিস্ত কনস্ট্রাকশন, মীরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ধ্রুভি বিল্ডকন প্রাইভেট লিমিটেড এবং টিইউভি রাইনল্যান্ড (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড.-সহ একাধিক সংস্থা।

রামোল-হাথিজান ওয়ার্ডে ড্রাফ টিপি স্কিম ১০৭, ১০৮ ও ১১৫-এর আওতাধীন একটি প্রকল্পে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রায় ৭.৩৩ কোটি টাকার ওই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ৫.৮১ কোটির বেশি টাকা পরিশোধ করা হয়েছিল। তদন্তে অভিযোগ ওঠে, মাপজোখের তথ্যে কারচুপি এবং সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

একই প্রকল্পে পাইপলাইন সংক্রান্ত কাজে ডুপ্লিকেট মাপজোখের তথ্য ধরা পড়ায় শুধু ভিস্ট কনস্ট্রাকশনের কাছ থেকেই প্রায় ২.৩৪ কোটি টাকা পুনরুদ্ধারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ভাস্ত্রাল ওয়ার্ডে পৃথক এক তদন্তে আগের প্রকল্পের তথ্য কপি করে বিল তৈরি এবং প্রকৃত কাজ ছাড়াই অর্থ ছাড়ের অভিযোগ উঠে এসেছে। এই ঘটনায় সুদ-সহ ৮১ লক্ষ টাকার বেশি পুনরুদ্ধারের হিসাব করেছে পুরসভা।

এই ঘটনার জেরে পূর্বাঞ্চলের চার ইঞ্জিনিয়ারিং আধিকারিককে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁরা হলেন অতিরিক্ত সিটি ইঞ্জিনিয়ার রাজেশ রাথওয়া, ডেপুটি সিটি ইঞ্জিনিয়ার উৎকর্ষ ভাবোর, সহকারী সিটি ইঞ্জিনিয়ার রমেশ বারিয়া এবং সহকারী ইঞ্জিনিয়ার অল্পেশ মাকওয়ানা। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তও শুরু হয়েছে।

এছাড়া প্রকল্প পর্যবেক্ষণে গাফিলতির অভিযোগে টিইউভি রাইনল্যান্ড (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড-কে কালো তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে এএমসি।

পুরসভা জানিয়েছে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে নতুন কোনও কাজ দেওয়া হবে না। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এমন অনিয়ম ঠেকাতে বিল অনুমোদনের আগে আরও কঠোর নিরীক্ষা এবং মাপজোখের নথি সংরক্ষণের নতুন নিয়ম চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জ্বালানির দাম বৃদ্ধিতে কেন্দ্রকে নিশানা খাড়্গের ‘ব্যর্থতার বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চাপানো হচ্ছে’

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (আইএএনএস): পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ফের বৃদ্ধির জেরে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। মঙ্গলবার তিনি অভিযোগ করেন, নিজেদের নীতিগত ব্যর্থতা ঢাকতে কেন্দ্র সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে।রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এক সপ্তাহেরও কম সময়ে দ্বিতীয়বার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ানোর পরই খাড়্গের এই প্রতিক্রিয়া সামনে আসে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ তিনি লেখেন, ‘‘মাত্র চার দিন আগে জ্বালানির দাম বাড়ানো হয়েছিল, আর এবার ফের পেট্রোল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করল ভারত সরকার। দীর্ঘ বক্তৃতা, প্রচার এবং মিতব্যয়িতার উপদেশের আড়ালে নিজেদের ব্যর্থতার বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চাপানোর প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে।’’

এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কেও নিশানা করেন। ভারতের তেল আমদানি এবং বিদেশনীতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে খাড়্গে বলেন, ‘‘যিনি নিজেকে ‘বিশ্বগুরু’ বলে প্রচার করেন, তাঁকেই রুশ তেল কেনার অনুমতির জন্য আমেরিকার কাছে এক মাসের সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন করতে হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৪০ কোটি ভারতীয়ের আত্মসম্মানে আঘাত করা হচ্ছে।’’

তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘‘যদি সরকার দাবি করে থাকে যে এই তেল কেনার অনুমতি পাওয়া গিয়েছে, তাহলে সাধারণ মানুষকে কেন পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বোঝা বহন করতে হবে?’’

খাড়্গে আরও অভিযোগ করেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। তাঁর দাবি, সংকটের সময়ে সরকার নির্বাচনী রাজনীতি ও প্রচারে ব্যস্ত থেকেছে।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, বিদেশে প্রচারমূলক কার্যক্রম চালালেই কেউ ‘‘বিশ্বগুরু’’ হয়ে উঠতে পারেন না। সাধারণ মানুষ জানতে চায়, বর্তমান সংকট মোকাবিলায় সরকার কী পদক্ষেপ করছে।

তিনি আরও মন্তব্য করেন, “মানুষ জানতে চায় বাস্তব সমস্যার সমাধান কী। ‘আম কীভাবে খান’ বা ‘কোন টনিক খান’ এই ধরনের বিষয় নিয়ে মানুষের আগ্রহ নেই।”

২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহতদের পরিবারকে চাকরির প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৯ মে (আইএএনএস): ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী হিংসায় নিহতদের পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তিনি এই ঘোষণা করেন।২১ মে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনকে সামনে রেখে আয়োজিত জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহতদের পরিবারের সদস্যদের চাকরির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তিনি ব্যক্তিগতভাবে নেবেন। পাশাপাশি, রাজনৈতিক হিংসার শিকার হওয়া দলীয় কর্মীদেরও সহায়তার আশ্বাস দেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী ফলতা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা-কে নির্দেশ দেন, প্রাক্তন শাসক দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-এর কর্মীদের হাতে নির্যাতিত বিজেপি কর্মীদের একটি তালিকা তাঁকে পাঠাতে।তিনি বলেন, “তালিকার ভিত্তিতে সমস্ত ধরনের সাহায্য করা হবে। আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী সবসময় আপনাদের পাশে থাকবেন।”বিজেপির নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী, ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসায় তাদের ৩২১ জন কর্মী নিহত হয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে গত ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছিল। তবে ভোটের দিন একাধিক নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, কয়েকটি বুথে বিজেপি প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত ইভিএম বোতাম সাদা টেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।এরপর মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করেন। তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন গোটা ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেয়।২১ মে পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ফল ঘোষণা করা হবে ২৪ মে।এদিকে সোমবার ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান নির্বাচন ও ফলপ্রকাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গ্রেপ্তার-সহ পুলিশি কড়া পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা পেয়েছেন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে।

শঙ্করদেবের ঐতিহ্যে আবদ্ধ অসম-মনিপুর, বৈষ্ণব সংস্কৃতির বন্ধন আজও অটুট: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১৯ মে (আইএএনএস): অসম ও মনিপুরের মধ্যে বহু শতাব্দী প্রাচীন সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরে মঙ্গলবার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, দুই উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের বৈষ্ণব ঐতিহ্য এখনও এই অঞ্চলের অভিন্ন সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ভিত্তিকে আরও মজবুত করছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি ভিডিও পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অসমের নাগাঁও জেলার ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থান শ্রী শ্রী বাটাদ্রব থান মধ্যযুগীয় সমাজসংস্কারক মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব-এর জন্মস্থান আবারও অসম ও মনিপুরের সাংস্কৃতিক ঐক্যের বার্তা তুলে ধরেছে।

হিন্দিতে করা পোস্টে তিনি লেখেন, “অসম ও মনিপুর বৈষ্ণব ঐতিহ্যের মাধ্যমে গভীরভাবে যুক্ত। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের জন্মভূমি শ্রীশ্রী বাটদ্রবা থান-এ অসমের ‘খোল’ এবং মনিপুরের ‘পুং’-এর সুর আবারও উত্তর-পূর্বের সাংস্কৃতিক ঐক্যকে জীবন্ত করে তুলেছে।’’

ভিডিওটিতে দুই রাজ্যের ভক্তিমূলক পরিবেশনা এবং ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের অনুষ্ঠান তুলে ধরা হয়। অসম ও মনিপুরের এই সাংস্কৃতিক সম্পর্কের শিকড় বহু শতাব্দী পুরোনো। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৫ ও ১৬ শতকে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের নেতৃত্বে অসমে শুরু হওয়া নব-বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাব উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ভগবান কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে ভক্তি, সামাজিক সম্প্রীতি ও আধ্যাত্মিক অন্তর্ভুক্তির বার্তা বহনকারী এই আন্দোলন মনিপুরেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

পরবর্তীতে ১৮ শতকে তৎকালীন মেইতেই রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মনিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে অসমের সত্র সংস্কৃতি, ভক্তিমূলক সংগীত এবং পরিবেশন শিল্পের প্রভাব মনিপুরের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরম্পরায় মিশে যায়।

অসমের ঐতিহ্যবাহী মৃৎনির্মিত বাদ্যযন্ত্র ‘খোল’ এবং মনিপুরের ভক্তিমূলক নৃত্য-সংগীতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ‘পুং’ উভয়ই এই যৌথ বৈষ্ণব ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে পরিচিত।

বিগত বছরগুলিতে উৎসব, ভক্তিমূলক সংগীত, নৃত্য ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দুই রাজ্যের সাংস্কৃতিক বিনিময় এই ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে।

জম্মু-কাশ্মীরের রামবানে বাস উল্টে মৃত্যু ১, আহত ১১

জম্মু, ১৯ মে (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের রাম্বান জেলায় মঙ্গলবার ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত ১১ জন আহত হয়েছেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার সাঙ্গালদান এলাকার কাছে গুল-সাঙ্গালদান সড়কে একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। বাসটির নম্বর ছিল জেকে০২সিইউ-৭৪৮২।

দুর্ঘটনার পরই পুলিশ, স্থানীয় বাসিন্দা এবং জরুরি পরিষেবার কর্মীরা দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় একজন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, গত ১৬ মে কাশ্মীরের পাহালগাম পর্যটনকেন্দ্রে আরেকটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গুজরাটের এক পর্যটক দম্পতির মৃত্যু হয়েছিল। একটি ট্যাক্সি রাস্তা থেকে ছিটকে গভীর খাদে পড়ে গেলে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতদের পরিচয় পাওয়া যায় বাভিন ভাবসার এবং তাঁর স্ত্রী আওনি ভাবসার হিসেবে।জম্মু-কাশ্মীরের পাহাড়ি জেলা যেমন পুঞ্চ, রাজৌরি, রিয়াসি, ডোডা, কিশওয়ার এবং রামবান এলাকায় প্রায়শই সড়ক দুর্ঘটনার খবর সামনে আসে। খারাপ রাস্তার অবস্থা, অতিরিক্ত গতি, অতিরিক্ত যাত্রী বহন এবং বেপরোয়া গাড়ি চালানোকে এই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে।এই ধরনের দুর্ঘটনা রুখতে ট্রাফিক বিভাগ বিশেষ নজরদারি দল মোতায়েন করেছে। পাশাপাশি নাবালকদের গাড়ি চালানো ও লাইসেন্সবিহীন চালকদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মঙ্গলবার বিএমএস’র প্রতিনিধি দল পুলিশ সদর দপ্তরে গিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি নিজস্ব।

দ্বারকায় জুয়ার আসরে পুলিশের হানা, গ্রেপ্তার ১৪

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (আইএএনএস): অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করে দিল্লির দ্বারকা জেলা পুলিশ মঙ্গলবার সেক্টর-৩-এর জেজে কলোনি এলাকায় একটি জুয়ার চক্রের পর্দাফাঁস করেছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।অভিযান থেকে পুলিশ ৬,৮১০ টাকা নগদ বাজির অর্থ উদ্ধার করেছে। এছাড়াও জুয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন সামগ্রী, যেমন লেখার প্যাড, চার্ট, সাট্টার স্লিপ, কার্বন পেপার, কলম, মোবাইল ফোন এবং লেনদেনের হিসাব রাখার ইলেকট্রনিক যন্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, সংগঠিত অপরাধ, বিশেষ করে জুয়া ও অবৈধ মদের কারবারের বিরুদ্ধে চলা বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এলাকার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং বাসিন্দাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করাই ছিল মূল লক্ষ্য।অবৈধ কর্মকাণ্ড রুখতে দ্বারকা জেলার স্পেশাল স্টাফ স্থানীয় সূত্র সক্রিয় করে, গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়ে এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছিল। কমলেশ কুমার-এর নেতৃত্বে এবং সুভাষ মালিক-এর তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৭ মে রাত প্রায় ১০টা নাগাদ সেক্টর-৩-এর জেজে কলোনিতে জুয়ার আসর বসার নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। খবর পাওয়ার পরই পুলিশ ওই এলাকায় ফাঁদ পাতে।রাত প্রায় সাড়ে ১০টার সময় একটি সরু গলিতে কয়েকজনকে জুয়ায় মেতে থাকতে দেখে পুলিশ হানা দেয়। ঘটনাস্থল থেকেই ১৪ জনকে আটক করা হয়।তল্লাশিতে উদ্ধার হয় ৬,৮১০ টাকা নগদ, দুটি চার্ট, আটটি প্যাড, পাঁচটি কার্বন পেপার, তিনটি কলম এবং প্রায় ৩৫০টি সাট্টার স্লিপ, যা জুয়ার হিসাব রাখার কাজে ব্যবহার করা হত বলে অভিযোগ।ঘটনার পর দিল্লি পুলিশ-র বিন্দাপুর থানা-এ গ্যাম্বলিং আইনের ১২/০৯/৫৫ ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়।পুলিশ এখন খতিয়ে দেখছে, ধৃতরা কোনও বৃহত্তর জুয়া চক্রের সঙ্গে যুক্ত কি না। তদন্ত চলছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চা খাওয়ার যেসব স্বাস্থ্য উপকারিতা হয়তো অজানা

তানহা তাসনিম

বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পানীয়ের তালিকায় নিঃসন্দেহে ওপরের দিকে থাকবে চায়ের নাম। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্যমতে, পানির পরে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পান করা তরল পদার্থ হলো চা।

অনেকের কাছে চা পান কেবলই একটি অভ্যাস হলেও, এর রয়েছে বেশ কিছু স্বাস্থ্যগুণও। ক্লান্তি দূর থেকে শুরু করে আয়ু বৃদ্ধি পর্যন্ত - চা পানের স্বাস্থ্যগত দিক নিয়ে বছরের পর বছর ধরে চলেছে নানা ধরনের জরিপ ও গবেষণা। চা মূলত: তৈরি করা হয় ক্যামেলিয়া সিনেসিস নামের চিরহরিৎ গুল্ম থেকে। এই ছোট গাছের পাতা এবং পাতার কুঁড়ি সংগ্রহ করে এর থেকে চা উৎপাদন করা হয়। সচরাচর ব্ল্যাক টি বা র' চা, গ্রিন টি বা সবুজ চায়ের মতো বিভিন্ন ধরনের নাম শোনা গেলেও তা মূলত এই উদ্ভিদ থেকেই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে, পদ্ধতিতে বা পরিস্থিতিতে চাষ করা হয়ে থাকে। কফির চেয়ে চা এগিয়ে? মূলত ক্যাফেইনের কারণেই চায়ের মতো পানীয়ের দিকে বেশিরভাগ মানুষ ঝুঁকে থাকে। সকাল সকাল ঘুম তাড়িয়ে তাজা হতে চা অনেকটা ইঞ্জিনের তেলের মতোই কাজ করে।

আরেকটি পানীয় কফি বেশ জনপ্রিয় হলেও চায়ের থেকে তা কিছুটা পিছিয়ে। এর একটি কারণ হতে পারে এতে থাকা ক্যাফেইনের পরিমাণ। সমান সাইজের এককাপ কফিতে যেখানে ৮০ থেকে ১১৫ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে, সেখানে একই পরিমাণ চায়ে থাকে ৪০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন, তুলনা করলে যার পরিমাণ দাঁড়ায় অর্ধেকেরও কম। লন্ডনের সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, একদিনে একই সমান চা-কফি খাওয়ার পর মনোযোগের ক্ষেত্রে অভিন্ন ফলাফল দেখা গেলেও রাতে ঘুমানোর সময় কফি খাওয়া ব্যক্তিদের কিছুটা সমস্যা দেখা দেয়।

অন্যদিকে, যারা চা-ঃ খায় তাদের তাদের ঘুম তুলনামূলক দীর্ঘ ও প্রশান্তিদায়ক হয়। মানসিক চাপ কমায় চায়ের মধ্যে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, এবং সাথে সুস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি উপাদান এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। ফলে চা পান করলে স্নায়ু আরাম পায়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা যে 'স্ট্রেস কন্ডিশন' বা মানসিক চাপে পড়ে যাই সেখান থেকে আমাদের শরীরের ভেতরে অক্সাইডস নামের এক ধরনের উপাদান সৃষ্টি হয় বলে জানান সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও চা উৎপাদন প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এফ এম সাইফুল ইসলাম। অন্যদিকে, চায়ের মধ্যে থাকে এন্টিঅক্সিডেন্ট। চায়ের মাধ্যমে শরীরে এন্টিঅক্সিডেন্ট প্রবেশ করলে তা অক্সাইডসগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে ব্যক্তি মানসিক চাপ থেকে রেহাই পায় বলে জানান তিনি। এছাড়া চা মনকে চাঙ্গা করে, শরীর সতেজ করে এবং কর্মক্ষমতা বাড়ায়।

চা যে মানুষের স্নায়ুকে শান্ত করে সে বিষয়টি বেশ কিছু গবেষণাতেও পাওয়া গেছে। এতে দেখা গেছে, অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ভেষজ চা পানকারীদের তুলনায় নিয়মিত চা পানকারীরা তুলনামূলক শান্ত প্রতিক্রিয়া দেখায়। এছাড়া আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন যারা অন্তত তিন কাপ চা পান করেন তাদের হতাশার ঝুঁকি চা পান না করা ব্যক্তিদের তুলনায় ৩৭ শতাংশ কম থাকে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ঃ- চা যে কেবল মানসিক চাপ কমায়, তা-ই নয়। বিভিন্ন গবেষণায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও চা পানের উপকারিতার দিকটি উঠে এসেছে। ২০০৯ সালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিদিন কয়েক কাপ চা পানের ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে যায়। এই উপকারিতা ঠিক কতটুকু, সে সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা না গেলেও তা পাঁচ থেকে ৪০

শতাংশের মধ্যে রয়েছে বলে গবেষণায় বলা হয়েছে। চায়ে উপস্থিত অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলো বিপাকে সাহায্য করে, যা কি না শরীরের ইনসুলিনকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে রক্তের গ্লুকোজকে দক্ষতার সঙ্গে সামলায়। আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, রং চা গ্রহণের পর শরীরের কোষ থেকে ১৫ গুণ বেশি ইনসুলিন বের হয়। আর ইনসুলিন পর্যাপ্ত পরিমাণে নির্গত হলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। হৃৎপিণ্ড ভালো থাকে চা পানের আরেকটি উপকারিতা হলো হৃৎপিণ্ডের সুরক্ষা। নেদারল্যান্ডের ১৩ বছরব্যাপী এক গবেষণায় দেখা গেছে, চায়ের মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় এটি কিছু পরিমাণে হৃৎপিণ্ডকেও সুরক্ষা দিয়ে থাকে। প্রায় ৪০ হাজার মানুষকে নিয়ে করা গবেষণাটিতে দেখা গেছে, দিনে ছয় কাপের বেশি চা পান করা ব্যক্তিদের হৃদরোগের শঙ্কা এক- তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কমে যায়। প্রতিদিন কয়েক কাপ চা পানের ফলে এই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্ভব। যুক্তরাজ্যে ২০২২ সালে পাঁচ লাখ চা পানকারীদের নিয়ে করা আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, বেশি চা পান করার সঙ্গে মৃত্যুর ঝুঁকি কিছুটা কমে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। গবেষণায় বলা হচ্ছে, যারা প্রতিদিন দুই কাপ বা তারচেয়ে বেশি চা পান করেন তাদের চা পান করেন না - এমন লোকদের তুলনায় যে কোনও কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি নয় থেকে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত কম থাকে। এছাড়া চা পানের ফলে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের কারণে মৃত্যু ঝুঁকিও কমে যায়। সেক্ষেত্রে চায়ের তাপমাত্রা, দুধ বা চিনি যুক্ত করা কিংবা ক্যাফেইন বিপাকের হারের মতো বিভিন্ন অবস্থা নির্বিশেষে এই ফলাফল পাওয়া গেছে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক চা বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

বাংলাদেশ সরকারের কৃষি তথ্য সার্ভিসের 'চা' নিয়ে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, এতে পুষ্টিগুণ সামান্য থাকলেও, পলিফেনলস, ফ্ল্যাভোনয়েডস এবং ক্যাটেচিন নামক উপাদানের উপস্থিতি ফ্রি রেডিক্যালস তৈরিতে বাধা দেয় এবং কোষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে বাধা দেয়। ফলে চা ক্যান্সার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া চায়ে উপস্থিত পলিফেনলসের পরিমাণ ২৫ শতাংশেরও বেশি থাকায় এটি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। চায়ের ক্ষতিকর দিক যেকোনো কিছুর মতোই চা-ও অতিরিক্ত পান করা ঠিক না। পরিমাণের চেয়ে বেশি চা গ্রহণ করা হলে শারীরিক নানা জটিলতার মুখেও পড়তে হতে পারে।

অতিরিক্ত চা খাওয়ার ক্ষতিকর দিক নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রবন্ধে বেশ কিছু দিক উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো- * চায়ের ক্যাফেইন ঘুমের চক্রে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। অতিরিক্ত চা পান ঘুমের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। * চায়ের মধ্যে থাকা থিওফাইলিন নামে একটি রাসায়নিক উপাদান শরীরে ডিহাইড্রেশনের কারণ হতে পারে যেটা হজমে সমস্যা তৈরি করে। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। * ঘুমে সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্বেগ ও অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। * গর্ভবতী নারীদের চা পান সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা উচিত। চায়ে উপস্থিত ক্যাফেইন ভ্রূণের বিকাশে বাধা প্রধান করতে পারে যেটা পরবর্তীতে গর্ভপাত ঘটাতে পারে। * চায়ের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো অতিরিক্ত চা পান প্রোস্টেট ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় হাজার পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ৩৭ বছর ধরে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা চা পান করে না এবং যারা প্রচুর চা পান করে তাদের মধ্যে অতিরিক্ত চা পানকারীদের প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। চা সম্পর্কে আরো যা জানা জরুরি যারা নিয়মিত চা পান করেন, যাদের কাছে বিষয়টি অনেকটাই অভ্যাসে পরিনত হয়ে গেছে এতদিনে, তারা নিজেদের রুচি ও মর্জি মতই হয়তো সেটি করবেন। তারপরও গবেষক ও চিকিৎসকদের রয়েছে এর ব্যবহার সম্পর্কে কিছু পরামর্শ, যা জেনে রাখতে পারেন: * খাবার খাওয়ার অন্তত আধা ঘণ্টা আগে অথবা খাবার খাওয়ার এক ঘণ্টা পরে চা পান করা উচিৎ। * বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চায়ের সঙ্গে দুধ বা চিনি মিলিয়ে খাওয়ার এক ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু ২০০২ সালে হিউম্যান নিউট্রিশন রিসার্চ সেন্টারের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এক কাপ চায়ে ৫০ গ্রাম দুধ মেশানো হলে ইনসুলিনের কার্যকারিতা ৯০ শতাংশ কমে যায়। আর ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমে গেলে শরীরের ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতাও কমে যায়। এছাড়াও চায়ের মধ্যে দুধ মেশালে ভাস্কুলার সিস্টেমের উপর উপকারী প্রভাব কমে যায়। * চা খাবার হজমে সহায়তা করে। * চায়ের সঙ্গে ভিটামিন সি খেলে এর গুণাগুণ অনেকাংশে বেড়ে যায়। তবে পুরোপুরি গরম চায়ের সঙ্গে ভিটামিন সি মেলালে এর কার্যকারিতা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ভিটামিন সি চা খাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে মেশানো ভালো।

বাড়িতেই কী ভাবে বানাবেন পারফেক্ট বাটার চিকেন?

ভারতের যে কয়েকটা পদ মূলত, ভারতীয় খাবারকে বিশ্ব আঙিনায় একটা বিশেষ জায়গা করে দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল এই বাটার চিকেন। তাই বিশ্ব বিখ্যাত শেফেরাও একাধিকবার দিল্লি ছুটে এসেছেন শুধুমাত্র অথেনটিক রেসিপি পেতে। নুন, মিষ্টি এবং টকের এক অদ্ভুত মিশ্রণ এই পদ। কথায় বলে 'দিল্লিওয়ালো কি আন, বান, শান বাটার চিকেন'। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কচ্ছে থেকে কোহিমা পর্যন্ত মুরগির মাংসের এই একটা পদ প্রসিদ্ধ সব জায়গায়। খাঁটি মাখন, টমেটো পিউরি তে দীর্ঘক্ষণ কষে প্রস্তুত করা হয় মাংস। যদিও নানা রাজ্যে এই পদের স্বাদ খানিকটা বদলে বদলে যায়। তবে যদি অথেনটিক বাটার চিকেন খেতে চান তাহলে যেতে হবে দিল্লিতে।

ভারতের যে কয়েকটা পদ, মূলত ভারতীয় খাবারকে বিশ্ব আঙিনায় একটা বিশেষ জায়গা করে দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল এই বাটার চিকেন। তাই বিশ্ব বিখ্যাত শেফেরাও একাধিকবার দিল্লি ছুটে এসেছেন শুধুমাত্র অথেনটিক রেসিপি পেতে। নুন, মিষ্টি এবং টকের এক অদ্ভুত মিশ্রণ এই পদ। যা সঠিক ভাবে রান্নায় নিয়ে আসা মোটে সহজ কাজ নয়। থাকে স্মোকি ফ্লেভার, ঐতিহ্য মেনে তন্দুরি চিকেন দিয়ে তৈরি করতে হয়। লাগে প্রায় ৩৮০-৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। কিন্তু এত কিছু বাড়িতে আয়োজন করাটা সম্ভব হয় না। তবে কিছু নিয়ম মানলে বাড়িতেও 'পারফেক্ট' বাটার চিকেন বানানো সম্ভব। রইল সেই রেসিপি। ১। বাড়িতে 'পারফেক্ট' বাটার চিকেন রান্নার প্রস্তুতি শুরু করতে হবে আগের দিন সন্ধ্যে থেকেই। একটা কর্ক চিকেন কিনে তাকে চার টুকরো করে নিন। ২। একটা বড় পাত্রে এক লিটার জল দিয়ে তাতে ১০ চা চামচ নুন গুলে দিন। এবার ওই জলে মাংস ডুবিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন ৩ ঘন্টার জন্য। ৩। প্রথম ম্যারিনেশনের জন্য, ২ চা চামচ লেবুর রস, ২ টেবিল চামচ আদা-রসুন-লঙ্কার পেস্ট মিশিয়ে নিন। সঙ্গে দিন ১ চা চামচ দেশী ঘি। এক চিমটে নুন। আগেই নুন ভেজানো ছিল তাই বেশি নুন প্রয়োজন নেই। ৪। মুরগির মাংস ফ্রিজ থেকে বার করে পরিষ্কার জলে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। ভাল করে জল ঝরিয়ে মিশিয়ে রাখা মশলাটি দিয়ে ম্যারিনেট করে সারারাত ফ্রিজে রেখে দিন। ৫। একই সঙ্গে, ১৫০ গ্রাম টক দই একটি কাপড়ের সাহায্যে জল ঝরিয়ে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। ৬। পরের দিন, পরবর্তী ম্যারিনেশনের মশলা বানান। একটি প্যানে ২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল গরম করে নিন। ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলে, আঁচ কমিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য ঠান্ডা হতে দিন। এক চা চামচ দেশী ঘি, লঙ্কা গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। কয়েক সেকেন্ড নাড়ুন, তারপর একটি বড় পাত্রে তেল ঢেলে রেখে দিন।

৭। এতে ১ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা, ১ চা চামচ চাট মশলা, ফ্রিজে রাখা দই, স্বাদমতো নুন, এক চিমটে ছোট এলাচ গুঁড়ো এবং ১ চা চামচ মিহি করে কাটা ধনেপাতা দিন। ভালো করে মিশিয়ে নিন যাতে কোনও দলা না থাকে। ৮। মুরগি ফ্রিজ থেকে বের করে নিন, এবং যদি জল বেরিয়ে থাকে তাহলে তা ঝরিয়ে নিন। এবার দ্বিতীয় মশলা ভাল করে ম্যারিনেট করে নিন। ঢেকে এক ঘন্টা রেখে দিন। এর আগে মাংসের গায়ে একটু কাট দিয়ে দেবেন। তাতে মশলা একদম ভিতর অবধি যাবে। ৯। আটটি বড় টমেটো ধুয়ে উপরের ডাঁটা বের করে নিন। টমেটোগুলো একটি ট্রেতে রেখে ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওভেনে ২৫ মিনিটের জন্য রোস্ট করুন। যদি আপনি এয়ার ফ্রায়ার ব্যবহার করেন, তাহলে তাপমাত্রা ১৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামিয়ে দিন। এই প্রক্রিয়াটি টমেটো শুকিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং উচ্চ মাত্রার ফ্রি গ্লুটামেট ছাড়বে দেবে। ১০। ২৫ মিনিট (এয়ার ফ্রায়ারে ১৮-২০ মিনিট) পরে টমেটোর খোসা ছাড়িয়ে নিন। তার উপর নুন ছিটিয়ে আবার ওভেনে দিন। সঙ্গে ১৫টি কাজু বাদাম, ১০টি রসুনের কোয়া, ১ ইঞ্চি আদা কুঁচি করে কাটা, একটি কাঁচা লঙ্কা এবং ১ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুঁচি দিয়ে দিন। আরও ১৫-২০ মিনিট রোস্ট করুন। ১১। এবার কড়াইয়ে ৩ টেবিল চামচ মাখন এবং ১ টেবিল চামচ যে কোনও তেল দিয়ে গরম হলে রোস্টেড টমেটোর মিশ্রণটি দিয়ে দিন। হালকা আঁচে ৮-১০ মিনিট ধরে নাড়তে থাকুন। নামিয়ে নিয়ে ঠান্ডা হলে সবকিছু একটা মিক্সার-গ্রাইন্ডারের জারে ঢেলে দিন, ২-৩ টেবিল চামচ বরফ-ঠান্ডা জল যোগ দিয়ে মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন। ১২। ইতিমধ্যে , আপনার ওভেন ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (যদি আপনি এয়ার ফ্রায়ার ব্যবহার করেন তবে ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) প্রিহিট করুন। ম্যারিনেট করা মুরগিটি একটি বেকিং ট্রেতে রেখে ২০ মিনিট (এয়ার ফ্রায়ারে ১৫-১৮ মিনিট) রোস্ট করুন। বার করে উলটে মাখন মাখিয়ে আরও ৫ মিনিট ভাজুন। এতেই তন্দুরি হয়ে যাবে। ১৩। এবার টমেটো পেস্ট প্যানে দিয়ে মাঝারি-উচ্চ আঁচে ১০-১২ মিনিট রান্না করুন, যতক্ষণ না তেল ছাড়ে। নাড়া বন্ধ করবেন না, কারণ এতে দই, কাজু আছে, ফলে ধরে যেতে পারে। ১৪। এককাপ গরম জল দিয়ে ফুটতে দিন। এবার, মুরগির মাংস ওই গ্রেভিতে মিশিয়ে দিন। মেশানোর আগে ছোট টুকরো করে নিতে পারেন। ১/৪ শাহী গরম মশলা যোগ করুন। ঢেকে রেখে ৪-৫ মিনিট হালকা আঁচে রান্না করুন। ১৫। ওপর থেকে এক চা চামচ কসুরি মেথি মিশিয়ে দিন। ২ ফোঁটা কেওড়ার জল যোগ করুন। এবার আঁচ বন্ধ করে ২ টেবিল চামচ ফ্রেশ ক্রিম এবং ১ টেবিল চামচ মাখন মিশিয়ে নিন। ১৬। এমন ভাবে মেশাবেন যাতে খানিকটা ক্রিম বোঝা যায়। শেষে একটা ফয়েলে একটুকরো গরম কয়লা নিয়ে তাতে ওপর থেকে এক চা চামচ ঘি ঢেলে তা বাটার চিকেনের পাত্রে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চাপা দিয়ে রেখে দিন ১০ মিনিট। ১০ মিনিট পর ঢাকনা খুললেই রেডি 'পারফেক্ট' বাটার চিকেন। সুন্দর করে পরিবেশন করুন রুটি বা পরোটার সঙ্গে।

ঠোঁট শুকিয়ে গেলে কি করবেন

অনেক সময়ই এমন পরিস্থিতিতে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিই। চটপট শুষ্কতা কমলেও, আসলে কিন্তু আপনার ঠোঁটের ক্ষতিই হচ্ছে।

ঠোঁট শুকিয়ে গেলেই জিভ দিয়ে চাটছেন! বড় ভুল করছেন, কেন জানেন?

শীত গিয়ে ইতিমধেই গরম পড়েছে। রোদের তেজও বেশ। তার উপর তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস। এমন অবস্থায় ত্বকের বেশ হালখারাপ। শুষ্কতা বেড়েই

চলেছে। বিশেষ করে ঠোঁট যাচ্ছে শুকিয়ে। আমরা অনেক সময়ই এমন পরিস্থিতিতে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিই। চটপট শুষ্কতা কমলেও, আসলে কিন্তু আপনার ঠোঁটের ক্ষতিই হচ্ছে। কেননা, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেওয়াটা একেবারেই সাময়িক। ঠোঁটের শুষ্কতা কমাতে আসলে প্রয়োজন সঠিক ময়েশ্চারাইজারে। যা কিনা জিভ ঠোঁটে দিলে, কিছুক্ষণের জন্য ভিজে তো যাচ্ছে, কিন্তু ঠোঁটের চামড়া ময়েশ্চারাইজ হচ্ছে না। তাহলে প্রথমেই এই অভ্যাস দূর করুন। কী করবেন?

রাতে শোয়ার আগে ভালো করে ঠোঁটে ভেজলিন বা বোরোলিন মেখে নিন। একটু বেশি পরিমাণেই মেখে নিন। দেখবেন সকালে উঠে সমস্যা দূর হবে।

হাতে অল্প অলিভ অয়েল নিন। হালকা হাতে সেই অলিভ ওয়েল মাসাজ করুন। রাতে শোয়ার আগে কিংবা স্নান করার সময় এটা করলে দেখবেন উপকার পাবেন।

পকেটে বা ব্যাগে সব সময় ভেজলিন বা বোরোলিন রাখুন। প্রয়োজনে সারাদিন ধরে এটা ব্যবহার করুন। দেখবেন, এতে সমসা মিটবে, ঠোঁট শুষ্ক হবে না। প্রচুর জল খান। শরীরে জলের ঘাটতি হলে এমন সমস্যা হতেই পারে। তাই যেকোনও ঋতুতে দিনে সাত থেকে আট গ্লাস জল খাওয়া উচিত।

কিছু ওষুধের মাঝখানে কেন দাগকাটা থাকে?

মাথা ব্যথা হোক কিংবা জ্বর। কিংবা নিয়মিত কোনও সমস্যার কারণে বেশিরভাগ মানুষই কমবেশি ওষুধ খেয়ে থাকেন। কিন্তু ওষুধের বেশ কিছু জিনিস সম্পর্কে আমাদের তেমন স্বচ্ছ ধারণা থাকে না।

মাথা ব্যথা হোক কিংবা জ্বর কিংবা নিয়মিত কোনও সমস্যার কারণে বেশিরভাগ মানুষই কমবেশি ওষুধ খেয়ে থাকেন। কিন্তু ওষুধের বেশ কিছু জিনিস সম্পর্কে আমাদের তেমন স্বচ্ছ ধারণা থাকে না। এই যেমন, বেশ কিছু ট্যাবলেটের ঠিক মাঝ বরাবর একটা সোজা লাইন কাটা থেকে। হয়তো আমরা ট্যাবলেটের মাঝখানে থাকা এই লাইন দেখেই থাকি। কিন্তু জানেন কি এই দাগ থাকার নেপথ্যের কারণ? কেনই বা সব ট্যাবলেটে এই দাগ দেখা যায় না?

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, আসলে কোনও রোগীকে বিশেষ কিছু ওষুধ প্রেসক্রাইব করার সময় ডাক্তাররা সেই ওষুধের ডোজ বেঁধে নেন। সেই সব ওষুধেই মাঝখান থেকে দাগ কাটা থাকে। যাতে রোগী ওষুধ খাওয়ার সময় সহজেই ওষুধকে মাঝখান থেকে দুভাগ করতে পারে।

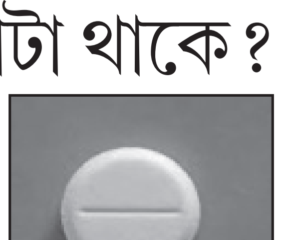

বিশদে বলতে গেলে, অনেক সময় আমরা দেখি, ডাক্তার একই ওষুধ সকালে আর্ধেক সকালে ও বিকেলে আর্ধেক খেতে বলেন। আসলে ওষুধের পাওয়ারকে দুভাগে ভাগ করার ক্ষেত্রেই এই লাইনের ব্যবহার।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সব ওষুধের গায়ে এই দাগ থাকে না। তাঁর প্রধান কারণ হল, দাগ না থাকা ওষুধ গুলোর পাওয়ারকে ভাগ করা উচিত নয়। উল্টে তা ভাগ করলে বিপদ হতে পারে। বিশদে বলতে গেলে, ধরুন কোনও ঘুমের ওষুধের পাওয়ার যদি হয় ৫, তাঁরে গায়ে যদি দাগ থাকে, তাহলে তা ভাগ করে পাওয়ার কমিয়ে খাওয়া যেতে পারে। যদি কোনও ওষুধে পাওয়ার ৫ লেখা থাকে, কিন্তু দাগ না থাকে, তাহলে পুরোটাই খাওয়া শ্রেয়। চিকিৎসকর রোগীর পরিস্থিতি বুঝেই এই ধরনের ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন।

চশমা মোছার ক্ষেত্রে পাতলা টিস্যু ব্যবহার করুন

অনেকেই হাতের সামনে যা পান তা দিয়েই চশমা মুছে ফেলেন। তা জামার কাপড় কিংবা তুলো। অনেকে আবার চশমা নোংরা হলে, শুধু ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে দেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চশমা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে এভাবে হেলাফেলা করা উচিত নয়।

কাপড় দিয়ে নয়, এভাবে চশমা মুছলেই ঝকঝকে হবে

অনেকেই হাতের সামনে যা পান তা দিয়েই চশমা মুছে ফেলেন। তা জামার কাপড় কিংবা তুলো। অনেকে আবার চশমা নোংরা হলে, শুধু ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে দেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চশমা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে এভাবে হেলাফেলা করা উচিত নয়। এরফলে চশমার লেন্স নষ্ট হতে পারে। তা কীভাবে পরিষ্কার করবেন চশমার কাচ?

চশমা মোছার ক্ষেত্রে সব সময়ই পাতলা টিস্যু ব্যবহার করুন। কাপড় দিয়ে মুছলে, কাপড়ের সুতো থেকে লেন্সে আঘাত পড়তে পারে। ব্যাপারটা

আরেকটু ভালো করে বোঝানো যাক। চশমার কাচে ধুলো জমে যায়। আর তা যদি কাপড় দিয়ে মোছা হয়, সেই ধুলো আর কাপড়ের ঘষায় কাচে স্ক্র্যাচ পড়তে পারে। টিস্যুতে সে সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রথমে জল দিয়ে হালকা করে চশমার কাচ ধুয়ে নিন। তারপর টিস্যু দিয়ে মুছে নিন।

টিস্যু না থাকলে, একটা খবরের কাগজের টুকরো জলে ভিজিয়েও মুছে নিতে পারেন। দেখবেন, এর ফলে চশমার কাচ ঝকঝকে হবে।

বাজারে চশমা পরিষ্কার করার সলিউশনও পাওয়া যায়। সেটা কাচে লাগিয়ে টিস্যু দিয়ে মুছে নিন। কখনওই মুখের ভাপ দিয়ে চশমা পরিষ্কার করবেন না। এতে কাচ নষ্ট হতে পারে।

শরীরে কোনও মারণরোগ বাসা বাঁধেনি কি না জিভের ধরন বলে দেবে

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, সবচেয়ে বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে মুখেই। মুখের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে জিভে। তাই, সুস্থ থাকতে নিয়মিত জিভ পরিষ্কার রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ।

ভিতর ভিতর শরীরে কোনও মারণরোগ বাসা বাঁধেনি তো? বলে দেবে জিভের ধরন

জিভ ছাড়া কোনও কিছুর স্বাদ গ্রহণ করাটা অসম্ভব। জিভ না থাকলে আমাদের খাওয়ার ৮০ শতাংশ মজাই নষ্ট হয়ে যেত। কেবল স্বাদ গ্রহণের জন্যই কিন্তু নয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন জিভ দেখেই কিন্তু বলে দেওয়া সম্ভব আপনার শরীরে কী কী রোগ বাসা বাঁধছে। সেই কারণেই আমরা কোনও কারণে ডাক্তারের কাছে গেলেই দেখবেন, চিকিৎসক প্রথমেই জিভ দেখাতে বলেন।

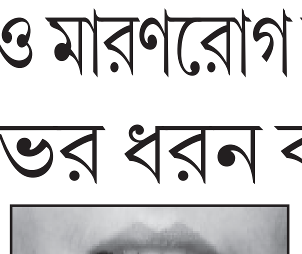

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, সবচেয়ে বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে মুখেই। মুখের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে জিভে। তাই, সুস্থ থাকতে নিয়মিত জিভ পরিষ্কার রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ।

নোংরা জিভ পেট খারাপের কারণ হতে পারে। যদি আপনার জিভের রং কালো হয় এবং তাতে সাদা দাগ থাকে, তাহলে এটি আপনার পাচনতন্ত্রের বেহাল দশাকেই নির্দেশ করে।

যদি জিভ খুব নরম হয়, তাহলে তা শরীরে আয়রনের ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়। এমনকি রক্তাল্পতার শিকার হতে পারেন আপনি। আবার ভিটামিনের ঘাটতির কারণেও জিভের হাল খারাপ হতে পারে। প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি এবং ভিটামিন জাতীয় খাবার দাবার গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খেয়াল করে দেখবেন অনেকের জিভে ফাটল থাকে। এটি কিন্তু মোটে ভাল লক্ষণ নয়। কিডনি রোগ এবং ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত হয়ে গেলে এই উপসর্গ দেখা যায়। এমন কিছু দেখলে একে অবহেলা করবেন না।

মুখের স্বাস্থ্যবিধির জন্য জিভ পরিষ্কার করাটা গুরুত্বপূর্ণ। দাঁতের ক্ষয় এবং মাড়ির রোগের কারণ ব্যাকটেরিয়া জিভে বাস করে। নিয়মিত জিভ পরিষ্কার রাখলে দাঁত এবং মাড়ির ক্ষয়ের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া সমূহ মুখে বাসা বাঁধতে পারে না।

অসলোয় আইসল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্ট্রুন ফ্রস্টাডোটিরের সঙ্গে বৈঠক মোদীর

অসলো, ১৯ মে (আইএএনএস): নরওয়ে সফরে গিয়ে মঙ্গলবার আইসল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টরুন ফ্রস্টাডটিয়ার-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নরওয়ের রাজধানী অসলোয় এই বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন সহযোগিতামূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বর্তমানে দু'দিনের নরওয়ে সফরে রয়েছেন। এই সফরে তিনি তৃতীয় ভারত-নর্ডিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন এবং একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করবেন।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই সম্মেলন ২০১৮ সালে স্টকহোম এবং ২০২২ সালে কোপেনহেগেনে আয়োজিত আগের দুটি শীর্ষ বৈঠকের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। পাশাপাশি প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, সবুজ শক্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, স্থায়িত্ব, ব্লু ইকোনমি, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ এবং আর্কটিক অঞ্চল সংক্রান্ত সহযোগিতায় নতুন কৌশলগত মাত্রা যোগ করবে।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী মোদী অসলোয় ভারত-নরওয়ে ব্যবসা ও গবেষণা সম্মেলনেও অংশ নেন। সেখানে ভারত-ইএফটিএ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতার গতি বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি। এই সম্মেলনে ৫০টিরও বেশি সংস্থার সিইও এবং ভারত ও নরওয়ের ব্যবসা ও গবেষণা ক্ষেত্রের ২৫০-রও বেশি প্রতিনিধি অংশ নেন। ভারত ও নরওয়ের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে একাধিক ব্যবসায়িক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

পাঁচ দেশের সফরের চতুর্থ ধাপে সোমবার নরওয়েতে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বিশেষ সৌজন্য দেখিয়ে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গার স্টোর নিজে বিমানবন্দরে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান।

সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী হ্যারাল্ড ভি-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। রয়্যাল প্যালেসে হওয়া ওই বৈঠকে উদীয়মান প্রযুক্তি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে ভারত-নরওয়ে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নরওয়ের বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের জন্য সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য রয়্যাল নরওয়েজিয়ান অর্ডার অফ মেরিট'-এ ভূষিত করা হয়েছে।

মোদীর ইউরোপ কূটনীতিতে ভারতের প্রযুক্তি ও ভূ-কৌশলগত লাভের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সাম্প্রতিক নেদারল্যান্ডস ও সুইডেন সফরকে ভারতের বৃহত্তর ইউরোপ-কেন্দ্রিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর আওতায় রয়েছে নরওয়ে ও ইতালি-সহ একাধিক ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের উদ্যোগ। আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতিতে পরিবর্তন এবং মার্কিন বিদেশ নীতির নতুন সমীকরণের প্রেক্ষাপটে এই সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এক বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সফরের নেপথ্যে রয়েছে বৃহত্তর ভূ-কৌশলগত হিসাব। ইউরোপ একদিকে যেমন চীনের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা কমাতে চাইছে, তেমনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-এর প্রভাবের ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়েছে।

অন্যদিকে, ভারতও কোনও একক শক্তি-গোষ্ঠীর উপর নির্ভরতা কমিয়ে উন্নত প্রযুক্তি, উচ্চমানের বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ও উদ্ভাবনকেন্দ্রিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে আগ্রহী।

বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, এই সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সেমিকন্ডাক্টর সহযোগিতা। নেদারল্যান্ডস বিশ্বের শীর্ষ লিথোগ্রাফি যন্ত্র প্রস্তুতকারী সংস্থার আবাসস্থল। উন্নত চিপ উৎপাদনে ব্যবহৃত এই প্রযুক্তি ভারতের সেমিকন্ডাক্টর মিশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সফরের ফলাফল হিসেবে গুজরাটের ধোলেরায় একটি সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব প্রকল্পে অগ্রগতির কথাও উঠে এসেছে, যা দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ, সবুজ হাইড্রোজেন, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং জল ব্যবস্থাপনা নিয়ে সহযোগিতার কথাও আলোচনায় উঠে এসেছে। বিশেষ করে নেদারল্যান্ডসের বন্দর, জল ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নে দক্ষতাকে ভারত কাজে লাগাতে চায়।

নেদারল্যান্ডস সফরের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী সুইডেনের গথেনবার্গে গিয়ে সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন এবং উরসুলা ভন ডের লেয়েন-এর সঙ্গে বৈঠক করেন।

দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-এর পর্যায়ে উন্নীত করার পাশাপাশি 'জয়েন্ট ইনোভেশন পার্টনারশিপ ২.০' এবং 'ইন্ডিয়া-সুইডেন টেকনোলজি অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করিডর' চালুর ঘোষণা করা হয়। আগামী পাঁচ বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করার লক্ষ্যও স্থির হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, সবুজ জ্বালানি, সাংস্কৃতিক কূটনীতি এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সংযোগ এই সব ক্ষেত্রকে একসূত্রে বেঁধে ভারত ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাইছে।

রাস্তায় নামাজ ইসলামসম্মত নয়, যোগীর মন্তব্যকে সমর্থন ইউপির শাহী প্রধান মুফতির

আলিগড়, ১৯ মে (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-এর রাস্তায় নামাজ আদায় না করার মন্তব্যকে সমর্থন জানালেন উত্তরপ্রদেশের শাহী প্রধান মুফতি মাওলানা চৌধুরী ইফরাহীম হোসেন। মঙ্গলবার তিনি বলেন, জনসাধারণের রাস্তায় নামাজ পড়া "ইসলামের পরিপন্থী"।

সোমবার এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছিলেন, বিপুল সংখ্যক মানুষের ধর্মীয় জমায়েত নির্দিষ্ট স্থানে এবং প্রয়োজন হলে পর্যায়ক্রমে আয়োজন করা উচিত, যাতে ভিড় ও জনদুর্ভোগ এড়ানো যায়।

যোগীর বক্তব্যকে সমর্থন করে ইফরাহিম হুসেন বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যোগীর বক্তব্য ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকেও সম্পূর্ণ সঠিক। ইসলাম অনুযায়ী কোনও বিতর্কিত বা জনসমাগমপূর্ণ স্থানে নামাজ আদায় করা উচিত নয়।"

তিনি আরও বলেন, "রাস্তা সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য। সব ধর্মের মানুষ সেখানে যাতায়াত করেন, অ্যাম্বুল্যান্সও চলাচল করে। তাই এমন স্থানে নামাজ আদায় করা উচিত নয়।"

তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "মুসলিমদের এমন কাজ করা উচিত নয়। এটা ইসলামের বিরুদ্ধে।"

এ প্রসঙ্গে তিনি সাম্প্রতিক এলাহাবাদ হাইকোর্ট-এর এক রায়ের উল্লেখ করেন। ওই রায়ে বলা হয়েছিল, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ব্যক্তিগত জায়গাকে অনিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় জমায়েতের স্থানে পরিণত করার অনুমতি দেয় না।

উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশের সম্ভল জেলায় একটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে নিয়মিত নামাজ আদায়ের অনুমতি এবং পুলিশি সুরক্ষার আবেদন খারিজ করেছিল আদালত।

অন্যদিকে, বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছিল যদি কানওয়ার যাত্রা, হোলিকা দহন বা জাগরণ রাস্তায় হতে পারে, তাহলে নামাজ কেন নয়?

এর জবাবে শাহী প্রধান মুফতি বলেন, "কাঁওয়ার যাত্রা এবং নামাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নামাজ শান্তভাবে বসে আদায় করা হয়, অন্যদিকে কাঁওয়ার যাত্রা একটি শোভাযাত্রা। এই দুটিকে একসঙ্গে তুলনা করা যায় না।"

এর আগে মুফতি শামুন কাসমি-ও যোগী আদিত্যনাথের মন্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন।

মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলা করে নিশ্চিত আর্থিক সুরক্ষার ভরসা বন্ধন লাইফ

কলকাতা, ১৯ মে: বন্ধন গ্রুপের জীবন বীমা বিভাগ বন্ধন লাইফ, ত্রিশের দশকের শেষভাগ এবং চল্লিশের কোঠায় থাকা ব্যক্তিদের তাদের পরিবারের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিজেদের জীবন বীমার আওতা পুনর্মূল্যায়ন ও শক্তিশালী করার পরামর্শ দিয়েছে। সংস্থাটি তুলে ধরেছে যে, কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি সময়ের সাথে সাথে আর্থিক সুরক্ষার প্রকৃত মূল্য ক্রমাগত কমিয়ে দিতে পারে, তাই নিয়মিতভাবে নিজের কভারেজ পর্যালোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

"ত্রিশের দশকের শেষভাগ এবং চল্লিশের কোঠায় থাকা মানুষেরা সাধারণত তাদের উপার্জনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকেন, এবং একই সাথে সন্তানদের শিক্ষা ও ঋণ পরিশোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেন। এই পর্যায়ে জীবন বীমার কভার বৃদ্ধি করা একটি পরিবারের ভবিষ্যতকে বেড়ে চলা খরচ এবং অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে। বীমার পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগসহ একটি টার্ম প্ল্যান সাশ্রয়ী উপায়ে একটি শক্তিশালী আর্থিক সুরক্ষাজাল তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে, অন্যদিকে উচ্চ বীমার পরিমাণসহ একটি ইউলিপ দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ সৃষ্টিতে একটি মূল্যবান মাত্রা যোগ করতে পারে।" বলেন সতীশ্বর বি. এমডি এবং সিইও বন্ধন লাইফ ইন্স্যুরেন্স। বন্ধন লাইফ উল্লেখ করেছে যে, জীবনের এই পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান বীমা রাশির টার্ম প্ল্যানগুলি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যখন আয়ের মাত্রা, দায় এবং আর্থিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমন একটি প্ল্যান বেছে নেওয়া, যা পলিসির মেয়াদকালে বীমা রাশি বাড়ানোর সুযোগ দেয়, তা মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব মোকাবিলায় সাহায্য করতে পারে। বন্ধন লাইফ জানিয়েছে যে, একজন ব্যক্তির মোট জীবন বিমা কভারেজ আদর্শগতভাবে তার বার্ষিক আয়ের ১০-১৫ গুণ হওয়া উচিত। এই হিসাবে বাড়ি বা ব্যক্তিগত ঋণের মতো বকেয়া দায়, ভবিষ্যতের জীবনযাত্রার খরচ, সন্তানদের শিক্ষা বা জীবনসঙ্গীর আর্থিক স্বাধীনতার মতো দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য, এবং সময়ের সাথে সাথে পারিবারিক খরচের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিবেচনা করা উচিত। যদি কোনও বিদ্যমান কভার - উদাহরণস্বরূপ, ১ কোটি টাকা, এই চাহিদাগুলো পর্যাপ্তভাবে মেটাতে না পারে, তবে একটি অতিরিক্ত পলিসি ক্রয় করা সুরক্ষার এই ঘাটতি পূরণে এবং আরও ব্যাপক আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা করতে পারে।

PNIT NO: e-PT-08/W/EE/RDAD/2026-27 Dt. 16/05/2026

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 25/05/2026 for 4 (four) no works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA/C-489/26

N-O-T-I-C-E

Applications are invited for One (01) post of Laboratory Technician (UR), one (01) post of Laboratory Assistant (UR) & one (01) post of Upper Division Clerk/Account Assistant (UR) under the DHR-sponsored 'Repellent Intervention Malaria Project' at MRU, AGMC on purely temporary basis. Eligible candidates may apply online through the email address repellentproject7@gmail.com on or before 24.05.2026. For more details, visit www.agmc.ac.in

Principal
Agartala Govt. Medical College
Agartala, Tripura

ICA/D-211/26

আদানি মামলার নিষ্পত্তি ভারত-আমেরিকা অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে: ইউএসআইএসপিএফ

ওয়াশিংটন, ১৯ মে (আইএএনএস): মার্কিন-ভারত কৌশলগত অংশীদারিত্ব ফোরাম (ইউএসআইএসপিএফ) জানিয়েছে, আদানি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড-কে ঘিরে আইনি জটিলতার নিষ্পত্তি ভারত-আমেরিকার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের পথে থাকা একটি বড় বাধা দূর করেছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ভারতীয় বিনিয়োগের পথও আরও সুগম হতে পারে।

ইউএসআইএসপিএফ-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও মুকেশ আঘি সোমবার বলেন, "আদানি এন্টারপ্রাইজ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির মাধ্যমে দীর্ঘদিনের আইনি বিষয়টির অবসান ঘটেছে, যা ভারত-আমেরিকার শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বিভ্রান্তিকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

এই মন্তব্য আসে মার্কিন অর্থ মন্ত্রকের অধীন বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ অফিস (ওএফএসি) আদানি এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে ইরান সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগে ২৭.৫ কোটি মার্কিন ডলারের সমঝোতার ঘোষণা করার পর।

মুখেশ আঘি বলেন, আদানি গোষ্ঠীর যুক্তরাষ্ট্রে ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা ভারতীয় সংস্থাগুলির আমেরিকার বাজারে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রতিফলন।

তিনি আরও বলেন, "সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর জানিয়েছিলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্থাগুলি যুক্তরাষ্ট্রে ২০.৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে। আদানি এন্টারপ্রাইজের বিনিয়োগ সেই ধারাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

ইউএসআইএসপিএফ-এর মতে, ভারতীয় সংস্থাগুলি এখন যুক্তরাষ্ট্রকে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে দেখছে।

আঘি বলেন, "এই বিনিয়োগগুলি শুধু দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা নয়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকেও শক্তিশালী করবে।"

গত এক দশকে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে অবকাঠামো, প্রযুক্তি, উৎপাদন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্থাগুলির মার্কিন বিনিয়োগ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পূর্ব ভারত কৃষি বিকাশের ইঞ্জিন হতে পারে: শিবরাজ সিং চৌহান

ভুবনেশ্বর, ১৯ মে (আইএএনএস): উর্বর জমি, প্রচুর জলসম্পদ, বৈচিত্র্যময় আবহাওয়া এবং পরিশ্রমী কৃষকদের কারণে পূর্ব ভারত দেশের কৃষি উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরে আয়োজিত পূর্বাঞ্চলীয় কৃষি সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, সঠিক নীতি ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে পূর্ব ভারত ভারতের কৃষি বিকাশের "গ্রোথ ইঞ্জিন"-এ পরিণত হতে পারে।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এবং মোহন চরণ মাঝি। এই অনুষ্ঠানে ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তীসগঢ় ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।সম্মেলনে ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক কৃষিচর্চা-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।উদ্বোধনী ভাষণে চৌহান বলেন, এই সম্মেলন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক আয়োজন নয়, বরং পূর্ব ভারতের কৃষি, কৃষকদের জীবিকা এবং আঞ্চলিক কৃষি কৌশলের নতুন দিশা নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ।তিনি কৃষকদের শুধু 'অন্নদাতা' নয়, 'জীবনদাতা' হিসেবেও উল্লেখ করেন এবং বলেন, কৃষকদের সেবা করা ঈশ্বরের সেবার সমান।

কৃষিক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারের কথাও তুলে ধরেন তিনি ১৪০ কোটিরও বেশি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ এবং কৃষকদের আয় ও জীবনমান বৃদ্ধি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষের খরচ কমানো, লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করা, ক্ষতির ক্ষতিপূরণ এবং কৃষিক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনা এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

তিনি বলেন, ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি উদ্যানপালন, মৎস্যচাষ, পশুপালন, মৌমাছি পালন এবং কৃষি-বনায়নকে যুক্ত করলে ক্ষুদ্র কৃষকদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে।

টেকসই কৃষির উপর জোর দিয়ে চৌহান সতর্ক করেন, মাটির পরীক্ষা না করে নির্বিচারে সার ব্যবহারের ফলে যেমন খরচ বাড়ে, তেমনই মাটির উর্বরতাও নষ্ট হয়।

তিনি জানান, আগামী ১ জুন থেকে দেশজুড়ে 'খেত বাঁচাও অভিযান' শুরু হবে। এই অভিযানে সুষম সার ব্যবহার, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হবে।নকল সার, নিম্নমানের বীজ এবং ভেজাল কীটনাশককে কৃষকদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ বলে উল্লেখ করে তিনি জানান, এদের বিরুদ্ধে বৃহৎ অভিযান চালানো হবে।কৃষি গবেষণা ও আধুনিক প্রযুক্তি সরাসরি কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

তিনি বলেন, পূর্ব ভারতে উৎপাদিত ফল, সবজি এবং বিশেষ কৃষিপণ্যের দেশীয় বাজারের পাশাপাশি রপ্তানি বাজারেও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
Electrical Division,
AGARTALA, WEST TRIPURA,

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/ Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class& Category for internal electrification works registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/ MES /Railway having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work through e-procurement portal:

SI No.	NAME OF THE WORK	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding
1	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/03/2026-27	Rs. 144,02,754.00	Rs.88,055.00	60(Sixty) days	Date:22/05/2026 Time: 15:00 Hrs

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC

Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

Govt. of Tripura
Education (School) Department

Notification for Admission in Class XI in Vidyajyoti Schools

Students seeking admission in class XI in Science / Arts (Humanities) / Commerce streams in Vidyajyoti Schools throughout the State may apply Online as per following schedule on the website of Vidyajyoti Schools (https://vidyajyotischools.co) for the session 2026-27.

Admission Criteria / Guidelines :-

- ➢ Applicant will be allowed to apply for any Vidyajyoti Schools throughout the State only in Online mode.
- ➢ For Science Stream, the sum of Science, Math, Eng & aggregate marks secured in Board Examination will be taken into account for preparation of merit list. Before allowing students to take Mathematics in Class XI, the Head of Institution must ensure they have the necessary aptitude and ability.
- ➢ For Arts (Humanities) & Commerce stream, the sum of marks obtained in SST, English & aggregate mark secured in Board Examination will be taken into account for preparation of merit position.
- ➢ List of selected candidates shall be displayed in School's own website and Notice Board by the respective school prior to the date of each counselling. Schools may reserve seats (as decided by the School authority) in different streams for own students and offer remaining seats (as per CBSE norms) for outside students.
- ➢ At the time of online submission, required size of Photo & Signature should be within 50kb & 20kb in JPG/JPEG format respectively.

N.B: For Online application and other details kindly visit https://vidyajyotischools.co and applicant should be carefully go through the instruction given in the said website before filling the online application.

Date Schedule:

- ■ **Date of Online Application: 20/05/2026 (from 12 Noon) to 24/05/2026 {upto 12 AM (midnight)}**
- ■ **Publication of 1st Merit List: 25/05/2026**
- ■ **Date of 1st Counselling : 28/05/2026**
- ■ **Publication of 2nd Merit List: 29/05/2026**
- ■ **Date of 2nd Counselling : 30/05/2026**
- ■ Any wrong information detected during counselling, candidature of the concerned applicant shall be liable to be cancelled. Date of subsequent counselling will be notified later by the school itself, if required. Admission process shall be completed by 08th June, 2026. No physical correspondence after the stipulated period shall be entertained in this regard.

Sd-
Director
Directorate of Secondary Education

ICA/D-212/26

P'NIeT No.: 37/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated: 16/05/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:-

DNIT No :	02/B/DNIET/SE-IV/PWD(R&B)/2026-27
Name of Work :	Providing, installation and commissioning of Air Conditioning Machines in the newly constructed Community Health Centre (CHC) Jirania under West Tripura District.
Estimated Cost :	Rs.52,56,025.00
Time of Completion :	365 Days
Bid Fee :	Rs.4,000.00
Last date and time of submission of Bid :	Rs.1,05,121.00

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division
Tripura

ICA/C-491/26

Press Notice Inviting e-Tender No: 24/EE/AGRI/WEST-II/2025-26

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), West Division-II, Mohanpur, West Tripura invites online percentage rate e-Tender from the eligible contractors registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/other state PWD for the following works -

Sl No.	Name of Work	Tender Amount	EMD
1	Construction of Market Shed & Stalls at Lefunga Market Complex under Lefunga Agri. Sub-Division. / SH: Providing Internal Electrification (Ground Floor). DNIET No: 40/EE/AGRI/WEST-II/2025-26	Rs.21,05,049.00 (Rupees Twenty One Lakh Five Thousand Forty Nine)	Rs. 42,101.00
2	Setting up of new Agri. Development Research cum training Centre with IT facilities at Bamutia under Mohanpur Agri Sub-Division, West Tripura./ S.H: Providing Internal Electrification DNIET No: 41/EE/AGRI/WEST-II/2025-26	Rs. 17,86,465.00 (Rupees Seventeen Lakh Eighty Six Thousand Four Hundred Sixty Five)	Rs. 35,729.00
3	Setting up of new Agri. Development Research cum training Centre with IT facilities at Hezamara under Hezamara Agri Sub-Division, West Tripura../S.H: Providing Internal Electrification DNIET No: 42/EE/AGRI/WEST-II/2025-26	Rs. 17,86,465.00 (Rupees Seventeen Lakh Eighty Six Thousand Four Hundred Sixty Five)	Rs. 35,729.00
4	Setting up of new Agri. Development Research cum training Centre with IT facilities at Padmabil under Khowai Agri Sub-Division, Khowai Tripura./ S.H: Providing Internal Electrification DNIET No: 43/EE/AGRI/WEST-II/2025-26	Rs. 17,86,465.00 (Rupees Seventeen Lakh Eighty Six Thousand Four Hundred Sixty Five)	Rs. 35,729.00

Last date of bidding of tender on 30.05.2026 upto 04:00 P.M and will be open on 30.05.2026 at 05:00 PM (if possible). For details please visit https://tripuratenders.gov.in or contact at mobile no. 9774141320 for clarification. If any subsequent corrigendum will be available at the website only.

For & on behalf of the Governor of Tripura

Executive Engineer Agri. Engg.,
West Div-II Mohanpur, West Tripura

ICA/C-496/26

শিশু শ্রম প্রতিরোধ বিষয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ছবি নিজস্ব।

ইট ভাট্টাগুলিতে শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে দু'’দিনব্যাপী সচেতনতামূলক আলোচনাচক্র শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে: পশ্চিম জেলার ইট ভাট্টাগুলিতে শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে সচেতন করার লক্ষ্যে আজ শ্রম ভবনের কনফারেন্স হলে দু’’দিনব্যাপী পশ্চিম জেলাভিত্তিক আলোচনাচক্র শুরু হয়েছে। চলবে ২০ মে পর্যন্ত। শ্রম দপ্তর এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। এই আলোচনাচক্রে শ্রম দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ছাড়াও ইট ভাটার মালিক, নিয়োগকর্তা, ম্যানেজার প্রমুখ অংশ নেন। উল্লেখ্য, সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সের শিশু শ্রমিককে ইট ভাটায় নিয়োগ করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

আলোচনার সূচনা করে শ্রম দপ্তরের যুগ্ম শ্রম কমিশনার বিনয় ভূষণ দাস বলেন, ইট ভাট্টায় যাতে কোনও শিশু শ্রমিক না থাকে তা মালিক পক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, সম্প্রতি সুপ্রিমকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে কোনও প্রতিষ্ঠানে যাতে শিশু শ্রমিক না থাকে। আগে সতর্ক করা ও কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হতো। এখন সরাসরি মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে এফ.আই.আর করা হবে। প্রয়োজনবোধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হবে। শিশু আইন অনুযায়ী যা যা বিধান আছে সেসব কার্যকর করা হবে। আগামীকাল বিকেল ৩টায় এই হলে পশ্চিম জেলার ব্যবসায়ীদের এ বিষয়ে সচেতন করা হবে। তিনি বলেন, পরিযায়ী শ্রমিক এলে তার তালিকা সরকারকে দিতে হবে। ফেরার সময় সব পাওনা মেটাতে হবে। তিনি বলেন, শ্রমিকদের পাকা ঘরে থাকা, শৌচালয়, পানীয়জল, মহিলাদের জন্য ক্রেস, শিশুদের জন্য বিশ্রাম কক্ষ, শিশু খাদ্য, দুধ, প্রাথমিক চিকিৎসা, ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস (মোট মজুরির উপর) ও শ্রমিকদের যথা সময়ে মজুরি প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলি মালিক পক্ষকে যথাযথভাবে করতে হবে। রাজ্য সরকার চায় সামগ্রিক উন্নয়ন। যাতে রাজ্য সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে জেলা শ্রম আধিকারিক পার্থ ভট্টাচার্য ’’ইমপ্লিমেন্টেশন অব দ্য চাইল্ড এডুলেসেন্ট লেবার প্রোহিবিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৮৬’’ নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, শিশু শ্রমিকের বিরুদ্ধে কারও অভিযোগ থাকলে সে ব্যক্তি ১০৯৮ টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করে জানাতে পারেন। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন শ্রম আধিকারিক পাপন সেন, ফ্যাক্টরি অ্যান্ড বয়লার্স কার্যালয়ের পরিদর্শক নীতাই সেন এবং বিভিন্ন ইট ভাট্টার মালিক ও নিয়োগকর্তাগণ। সভায় শিশু শ্রমিক ও শ্রম দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন শ্রম পরিদর্শক দীপঙ্কর পাল।

তিন দফা দাবি পূরণে ২৯ মে পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে , মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি আত্মসমর্পণকারী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে: আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থী গেরিলা সংগঠনের সদস্যরা তাদের তিন দফা দাবি পূরণের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। মঙ্গলবার মহাকরণে গিয়ে সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই দাবিপত্র জমা দেন। পাশাপাশি আগামী ২৯ মে’র মধ্যে দাবিগুলি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা।

সংগঠনের কনভেনার অমৃত রিয়াং জানান, আত্মসমর্পণের আগে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেই চুক্তি অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারীদের পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বহু প্রাক্তন গেরিলা এখনও সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন বলে অভিযোগ।

সংগঠনের নেতাদের দাবি, আত্মসমর্পণের পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সরকারের উপর ভরসা করেই তারা মূলস্রোতে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় বর্তমানে অনেকেই চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন।

তাদের অভিযোগ, পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা এবং অন্যান্য সরকারি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে এখনও বহু অসংগতি রয়ে গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

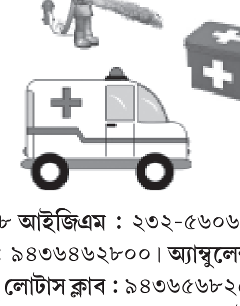

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংবাদ প্রকাশের পর মেধাবী ছাত্রী বেবি পালের পাশে ব্যাঙ্গালোরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ধর্মনগর, ১৯ মে: অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্যের বাধা অতিক্রম করে সাফল্যের অনন্য নজির গড়েছে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের মেধাবী ছাত্রী বেবি পাল। রাগনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক কৃষক পরিবারের মেয়ে বেবি এবারের সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৪ শতাংশ নম্বর অর্জন করে এলাকায় প্রশংসার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে বেবির পরিবারের আর্থিক অনটনের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর মানবিক উদ্যোগ নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে ব্যাঙ্গালোরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রী ভেধা কলেজ। বুধবার বেবি পালের বাড়িতে পৌঁছান কলেজের অ্যাডমিশন ডিরেক্টর তথা ‘বিদ্যার্থী এডু সলিউশনস’-এর প্রতিষ্ঠাতা বিপুল দাস। তিনি বেবি ও তার পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে তার উচ্চশিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাস দেন।

জানা গেছে, বেবি যদি শ্রী ভেধা কলেজ-এ যেকোনো প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি হতে চায়, তবে তার পড়াশোনার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে কলেজ কর্তৃপক্ষ। বিশেষভাবে তাকে ‘বিবিএ অ্যাভিয়েশন’ কোর্স করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তিন বছর মেয়াদি এই কোর্সে থাকা-খাওয়া ও শিক্ষার খরচ মিলিয়ে প্রায় ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হলেও পুরো অর্থই কলেজের পক্ষ থেকে বহন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এই মানবিক উদ্যোগ যেন আবারও প্রমাণ করল প্রতিভা, অধ্যবসায় ও মেধার সামনে দারিদ্র্য কোনো বাধা হতে পারে না। সংবাদ প্রকাশের পর এক কৃষক কন্যার উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় খুশি বেবি পালের পরিবারসহ সমগ্র ধর্মনগরবাসী।

ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ মে: ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় বিলোনিয়া। মঙ্গলবার সকাল বেলা সিপিআইএম বিলানিয়া বিভাগীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণ সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে পালিত হয় ক্ষেত মজুর ইউনিয়নে ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস।

সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা বিধায়ক দীপঙ্কর সেন,পতাকা উত্তোলনের পর অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্প স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। পতাকা উত্তোলন ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানের পর ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সংগঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের মহকুমা সম্পাদক সুবল রায়।

ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবসে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিধায়ক দীপঙ্কর সেন,শ্রমিক নেতা ত্রিলোকেশ সিনহা,সমীর নন্দী,ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের মহকুমা সম্পাদক সুবল রায়,সংগঠনের নেতৃত্ব রিপু সাহা, বিজন পাল,অমল চৌধুরী, কৃষক সভার নেতৃত্ব বাবুল দেবনাথ, যুব নেতা মধুসূদন দত্ত, সহ বামপন্থী গণ সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা।

সিপিআই(এম) রাজ্য দফতরে পালিত হল কমরেড হো চি মিনের ১৩৭তম জন্মবার্ষিকী

আগরতলা, ১৯ মে : বিপ্লবের মহান নেতা ও ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পথপ্রদর্শক কমরেড হো চি মিনের ১৩৭তম জন্মবার্ষিকী মঙ্গলবার সিপিআই(এম) পার্টির রাজ্য দফতরে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়।

এদিন দলীয় কার্যালয়ে হো চি মিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান দলের নেতৃত্বরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী সহ সিপিআই(এম)-এর অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা হো চি মিনের বিপ্লবী আদর্শ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, হো চি মিন শুধু ভিয়েতনামের নেতা নন, বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের কাছে তিনি এক অনুপ্রেরণার নাম। তাঁর আদর্শ আজও গণতন্ত্র, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের লড়াইয়ে পথ দেখায়। এদিনের কর্মসূচিতে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

কাঞ্চনপুরের পুনর্বাসনপ্রাপ্ত শিবিরগুলির উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৯ মে: আজ কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে মহকুমার অন্তর্গত গছিরামপাড়া, ভাণ্ডারিমা ও আশাপাড়া ব্রু পুনর্বাসন শিবিরগুলির সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজ পর্যালোচনার লক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাঞ্চনপুরের মহকুমা শাসক আশীষ বিশ্বাস।

ত্রিপুরা সরকার ও কেন্দ্র সরকারের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত ব্রু পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় পুনর্বাসিত পরিবারগুলিকে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা প্রদান কার্যক্রম ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে চলেছে। এসব কাজ আরও সুসংহত ও ফলপ্রসূ করে তোলার লক্ষ্যে সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বিশেষ করে আধার কার্ড, এসটি ও পিআরটিসি সংক্রান্ত বিষয়, রেশন কার্ড ও উজ্জ্বলা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত কার্ড, পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সুবিধা, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, সৌর স্ট্রিট লাইট স্থাপন সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি পুনর্বাসিত পরিবারগুলির কাছে সরকারি পরিষেবাগুলি আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হয়।

সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁদের দপ্তরের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। পুনর্বাসিত ব্রু পরিবারগুলির জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা এবং মূল ধারার সঙ্গে তাদের আরও সুদৃঢ় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দপ্তর সমন্বিতভাবে কাজ করে চলেছে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন দশদা আরডি ব্লকের বিডিও আম্পুইয়া ডারলং, মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক যতীন্দ্র দেববর্মা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, পূর্ত, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর, ট্রেডা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং পুনর্বাসন শিবিরগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ।

দশদা ও লালজুরি ব্লকে বিশেষ প্রশাসনিক সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৯ মে: কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে জন ভাগীদারি-সবসে দূর, সবসে পহেলে কর্মসূচির আওতায় ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান-এর অংশ হিসেবে আজ দশদা ব্লকের আদিবাসী পাড়া এসবি স্কুল এবং লালজুরি ব্লকের চন্দ্র মোহন বৈদ্যপাড়া জেবি স্কুল প্রাঙ্গণে বিশেষ প্রশাসনিক সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরগুলিতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের নিকট বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেন।

দশদা ব্লকের আদিবাসী পাড়া এসবি স্কুলে অনুষ্ঠিত শিবিরে মোট ৫টি পিআরটিসি সার্টিফিকেটের আবেদনপত্র, ১০টি তপশিলি উপজাতি সার্টিফিকেটের আবেদনপত্র এবং ১টি রেশন কার্ড সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও ২০টি ইনকাম সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় এবং আধার সংক্রান্ত নতুন নাম নথিভুক্তিকরণ ও আপডেশনের জন্য মোট ১৫ জন পরিষেবা গ্রহণ করেন।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মহাপ্রশিক্ষণ অভিযান উপলক্ষে চার বড়জলা মন্ডলে প্রশিক্ষণ শিবির

আগরতলা, ১৯ মে : বিজেপির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করে তুলতে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মহাপ্রশিক্ষণ অভিযানের অংশ হিসেবে চার বড়জলা মন্ডলের উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে মন্ডলের প্রশিক্ষণ বর্গের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, মেয়র ইন কাউন্সিল জগদীশ দাস সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কার্যকর্তারা। শিবিরে সংগঠনের আদর্শ, সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, জনসংযোগ এবং সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে এই মহাপ্রশিক্ষণ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি দলের সংগঠনকে আরও মজবুত করবে এবং কর্মীদের সাংগঠনিক দক্ষতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তিনি আরও বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং জনমুখী পরিষেবাগুলি যাতে আরও কার্যকরভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কর্মীদের মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে কাজ করারও আহ্বান জানান তিনি।

অন্যদিকে, মেয়র ইন কাউন্সিল জগদীশ দাসও সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্রশিক্ষিত কর্মীরাই দলের মূল শক্তি এবং আগামী দিনে সংগঠনের বিস্তারে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এদিনের শিবিরে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। দলের আদর্শ ও ভবিষ্যৎ সাংগঠনিক পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় প্রশিক্ষণ শিবিরে।

ঊনকোটিতে ১০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ইংলিশ মিডিয়ামে রূপান্তরের উদ্যোগ, প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ মে: রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের আটটি জেলায় মোট ১০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে ইংলিশ মিডিয়ামে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ঊনকোটি জেলায় ১০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে ইংলিশ মিডিয়ামে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মঙ্গলবার ঊনকোটি জেলার সার্কিট হাউস কনফারেন্স হলে এক দিবসীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান চপ্পল রানী দেবরায়, সমাজকল্যাণ দপ্তরের জেলা আধিকারিক বিদ্যাসাগর দেববর্মা সহ জেলার বিভিন্ন সিডিপিও এবং সুপারভাইজাররা।

জানা গেছে, যেসব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে ইংলিশ মিডিয়ামে রূপান্তরিত করা হবে, সেই কেন্দ্রগুলির শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অচলনা দেব।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক মেঘা জৈন রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, শিশুদের প্রাথমিক স্তর থেকেই আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসও দেন তিনি।

এদিনের অনুষ্ঠানে কৈলাশহর পুর পরিষদের পক্ষ থেকে জেলাশাসক মেঘা জৈন-কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের নথিপত্র সংশোধনের দাবিতে টিবিএসই-র সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে: রাজ্যের ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের অধিকার এবং শিক্ষাগত নথিপত্র সংশোধনের দাবিতে মঙ্গলবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করল এনএসইউআই এবং স্বভিমান সামাজিক সংস্থা। এদিন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর কার্যালয়ের সামনে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। সংগঠনগুলির অভিযোগ, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ বহু ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থী তাদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট ও পাশ সার্টিফিকেটে নাম ও লিঙ্গ সংক্রান্ত সংশোধনের আবেদন জানালেও তা খারিজ করে দিয়েছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি পর্ষদের সভাপতির কাছে একটি ডেপুটেশনও প্রদান করা হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, “ট্রান্সজেন্ডার পারসন্স অ্যাক্ট-২০১৮” অনুযায়ী ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের পরিচয়পত্র ও সরকারি গেজেটের ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি নথি সংশোধনের আইনি অধিকার রয়েছে। তাই শিক্ষাগত নথিপত্র সংশোধনের ক্ষেত্রেও একই অধিকার নিশ্চিত করা উচিত। সংগঠনগুলির বক্তব্য, শিক্ষাগত নথিতে সঠিক পরিচয় প্রতিফলিত না হওয়ায় ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা, চাকরি ও সামাজিক জীবনে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

মুনাফায় আঘাত, আজ

● প্রথম পাতার পর

কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন বলেও মত প্রকাশ করেন সংগঠনের নেতারা। তবে রোগীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত ফার্মেসিগুলো ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে। ফলে জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা কমিটির সভাপতি রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, মহকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস রায় সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

ধর্মঘটকে ঘিরে আগামীকাল রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ওষুধের দোকান আংশিকভাবে বন্ধ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে

● প্রথম পাতার পর

হবে না।” পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ দপ্তরের উন্নয়ন নিয়ে রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একাধিকবার ইতিবাচক দাবি করলেও তেলিয়ামুড়ার পশ্চিম হাওয়াইবাড়ির বর্তমান পরিস্থিতি সেই দাবিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জিবি’র টেকনিক্যাল কর্মীর

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ তাকে সুবিচার দিতে পারেনি। বরং বিষয়টি মীমাংসা করে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি।

নির্যাতিতার অভিযোগ, বারবার থানায় যোগাযোগ করার পরও কার্যকর তদন্তের বদলে তাকে বিভিন্নভাবে হুমকি ও চাপের মুখে পড়তে হয়েছে। পাশাপাশি মূল অভিযুক্ত শতরাজ কর্মকারকে বাঁচানোর জন্য তার এক সিনিয়র সহকর্মী, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার রাতুল দে, বিভিন্ন মহলে তৎপরতা চালিয়েছেন বলেও অভিযোগ ওঠে।

যদিও এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট থানার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ন্যায়বিচার না পাওয়ায় অবশেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলেছেন নির্যাতিতা। ঘটনায় দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলের তরফের।

গ্রেপ্তার আরও দুই

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে। এদিকে এই ঘটনার সূত্র ধরে পশ্চিম আগরতলা থানায়ও স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়েছে। ওই মামলার তদন্তে পুলিশ আরও দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম নন্দুরানি দেববর্মা এবং সঞ্জনা দেববর্মা। মঙ্গলবার তাদের ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়। পুলিশের দাবি, এই ঘটনার পেছনে আরও বড় চক্র জড়িত থাকতে পারে। রিমান্ডে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আর কী কী তথ্য সামনে আসে, সেদিকেই নজর রয়েছে তদন্তকারীদের। তবে এতদিন তদন্ত চললেও ভাইরাল ছবিতে দেখা বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ এখনো উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। ফলে গোটা ঘটনাকে ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে ১৫৫০টি। এর মধ্যে সবথেকে বেশি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে মনু ব্লকে, ৮৭টি। সবথেকে কম ২টি করে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে রাজনগর এবং বিসি নগর ব্লকে।

ভগৎ সিং যুব আবাসে

● প্রথম পাতার পর

তুলেছেন, ব্যক্তিগত কক্ষে অস্ত্র রাখার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন বাথরুমে পিস্তল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি কী কারণে ওই আগ্নেয়াস্ত্র বাথরুমে ফেলে রাখা হয়, তা নিয়েও নানা জল্পনা শুরু হয়েছে।

খবর পেয়ে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। পিস্তলটির বৈধ কাগজপত্র রয়েছে কি না এবং কী পরিস্থিতিতে এটি বাথরুমে পড়ে ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

শহরে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের

● প্রথম পাতার পর

টু স্টেট ফর ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট (এসএ.এস.সি.আই.) স্কিমে লাইভ লাইন টেকনিক ও ড্রোন মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করতে, বজ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন এবং ট্রান্সফরমারগুলিকে রক্ষা করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ৭৯ টিলাস্থিত ডিভিশন কার্যালয়ের অধীনস্থ সকল পুরানো ট্রান্সফরমারগুলিকে পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সভায় ট্রেডার প্রতিনিধি জানান, পি.এম. কুসুম প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ২৭৫টি দুর্গম অঞ্চলে সোলার মাইক্রো গ্রিড স্থাপন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন শহরে ৬৩টি সোলার হাই মাস্ট বসানো হয়েছে। আগামীদিনে আরও ১৫০টি এই ধরনের হাই মাস্ট স্থাপন করা হবে। জলসেচের সুবিধার জন্য রাজ্যের প্রায় ৮ হাজার ৪০০টি সোলার পাম্প বসানো হয়েছে। এছাড়াও ১৩০টি ডি.ডব্লিউ.এস. প্রকল্পকে সোলার প্যানেল সমন্বিত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে মাতাবাড়িতে সোলার প্যানেল বসানোর মাধ্যমে বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেদিকে নজর দিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দেন। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, অমরুত ২.০ স্কিমে পানিসাগর, কমলপুর, বিশালগড়, সোনামুড়া, জিরানীয়া, তেলিয়ামুড়া, শান্তিরবাজার এবং সারুমে বিভিন্ন পানীয়জলের উৎস স্থাপন করা হয়েছে। সভায় ত্রিপুরা পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেডের প্রতিনিধিও আলোচনা করেন।

পুলিশের অভিযানে ইয়াবা সহ

● প্রথম পাতার পর

এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাজ্যব্যাপী বিশেষ যানবাহন তল্লাশি অভিযানের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সন্ধ্যা প্রায় ৬টা নাগাদ খোয়াই-বেলফাং নাকায় নিবিড় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন বাইজালবাড়ি থানার অফিসার-ইন-চার্জ এসআই তিলক জামাতিয়া। তার সঙ্গে থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ একটি দ্বিচক্র যান আটক করে তল্লাশি চালায়। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ঘটনার বিষয়ে খোয়াই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাস্টিন জোসেফ জানান, বাইজালবাড়ি থানায় এনডিপিএস আইনে একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হচ্ছে। এই মাদক চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং কোথা থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট আনা হচ্ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তিনি আরও জানান, পুরো চক্রটি ভেঙে ফেলার লক্ষ্যে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে ত্রিপুরা পুলিশ ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে যাবে বলেও জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাস্টিন।

শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের ৭০তম জন্মবার্ষিকী

● প্রথম পাতার পর

বিপ্লব দেব বলেন, ভারত আধ্যাত্মিকতার জন্য বিশ্বে পরিচিত। গুরুদেব ভারতের প্রভাব এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, ভারতের প্রাচীন সনাতন সংস্কৃতি একসময় বিশ্বের সবচেয়ে শিক্ষিত ও সুসংগঠিত সমাজব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ সেখানে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সন্ধানে আসতেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে বিপ্লব দেব বলেন, দেশের নেতৃত্বে একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা রয়েছেন, যিনি ভারতকে নতুন দিশা দেখিয়েছেন এবং দেশের অর্থনীতিকে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করেছেন।

তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, আমরা বিশ্বাস করি ভারত সর্বোচ্চ ছিল, আছে এবং থাকবে। কেউ ভারতকে মাথা নত করাতে পারবে না।

শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের আশীর্বাদ কামনা করে তিনি বলেন, ভারতকে “বিশ্বগুরু” এবং ভবিষ্যতে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে তিনি ও অসংখ্য কর্মী নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

‘আর্ট অব লিভিং’-এর গুরুত্ব তুলে ধরে বিপ্লব দেব বলেন, আধুনিক সমাজে মানুষ ক্রমশ মানসিক চাপ ও উদ্বেগে জর্জরিত হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ‘আর্ট অব লিভিং’-এর মতো উদ্যোগ মানুষকে মানসিক শান্তি ও স্বস্তি এনে দিচ্ছে।

ভাষণের শেষে তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং পুনরায় শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ বিশ্বজুড়ে পাওয়া নানা সম্মান ও পুরস্কারের থেকেও অনেক বড় সম্মানের বিষয়।

কর্মসংস্থানের খোঁজে ইট

● প্রথম পাতার পর

করছেন, সেই রাস্তা দিয়ে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিরাও চলাচল করবেন। অথচ শ্রমের যথাযথ মূল্য তাঁরা পাচ্ছেন না। বর্তমান বাজারদরে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় অল্প আয়ে সংসার চালানো ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে।

যুবকদের দাবি, তাঁদের গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ, উন্নত রাস্তা, পানীয় জল কিংবা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি পরিবারগুলি নানা বঞ্চনার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

কাজের ফাঁকে নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরলেও প্রকাশ্যে সব কথা বলতে অনীহা প্রকাশ করেন শ্রমিকরা। তাঁদের আশঙ্কা, সংবাদমাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশ পেলে সমালোচনা কিংবা সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে। এই ঘটনায় আবারও সামনে উঠে এসেছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শ্রমজীবী ও জনজাতি মানুষের জীবনযাত্রার কঠিন বাস্তবতা এবং উন্নয়নের অসম চিত্র।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
20-05-2026, 01:20

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে বিদ্যাসাগর স্কুল, এগিয়ে চলো সংঘের দাপুটে জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র উইমেন্স ইনভিটেশনাল ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টে আজ এক হেভিওয়েট জয় তুলে নিল বিদ্যাসাগর স্কুল কোচিং সেন্টার। তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ ”এ”-র তৃতীয় তথা টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ ম্যাচে বিদ্যাসাগর স্কুল ১৫৪ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিদ্যাসাগর স্কুল ৪২.১ ওভারে ২০৩ রানে অলআউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে শিল্পী দেবনাথ ৬১ বলে ৩টি চারের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ ৩৪ রান করেন, পাশাপাশি অতিরিক্ত থেকে আসে ৪৪ রান। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বোলার মাহি শীল ১০ ওভারে ৫৩ রান খরচ করে ৪টি উইকেট শিকার করেন। জবাবে ২০৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বিদ্যাসাগর স্কুলের বোলার সুস্মিতা বসাকের মারাত্মক বোলিং তোপের মুখে পড়ে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। সুস্মিতা মাত্র ৫.৫ ওভার বল করে ১টি মেডেনসহ মাত্র ৫ রান দিয়ে ৫টি উইকেট তুলে নেন। তাঁর এই বিধ্বংসী স্পেলের সুবাদে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব মাত্র ১৮.৫ ওভারে ৪৯ রানেই গুটিয়ে যায়। অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য সুস্মিতা বসাক ম্যাচ সেরার পুরস্কার লাভ করেন।
অন্য দিকে, এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গ্রুপ ”সি”-র দ্বিতীয় ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটিকে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এগিয়ে চলো সংঘ। ম্যাচের শুরুতে টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি ইউনাইটেড বিএসটি। মাত্র ২৬.৫ ওভারে ৩৯ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। এগিয়ে চলো সংঘের বোলার মামন রবি দাস দুর্দান্ত বোলিং প্রদর্শন করে ৭ ওভারে ৩টি মেডেনসহ মাত্র ৫ রান দিয়ে ৪টি উইকেট চূর্ণ করেন। জয়ের জন্য মাত্র ৪০ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘের ওপেনাররা কোনও উইকেট না হারিয়ে মাত্র ২.৪ ওভারেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। দলের ওপেনার মেঘা সরকার মাত্র ১৫ বলে ৫টি চারের সাহায্যে ২৭ রানের এক ঝড়ো ইনিংস খেলে দলকে জয়ী করেন। বল হাতে দুর্দান্ত সাফল্যের জন্য মামন রবি দাসকে ম্যাচ সেরা ঘোষণা করা হয়।

মহিলা ক্রিকেটে ঋত্বিকা ও অনুষ্কার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে প্রগতি ও মৌচাকের বড় জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র উইমেন্স ইনভিটেশনাল ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টে আজ এক দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে প্রগতি প্লে সেন্টার। টিআইটি মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ ”বি”-র তৃতীয় তথা টুর্নামেন্টের অষ্টম ম্যাচে তারা ৮২ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে রয়্যাল কোচিং সেন্টারকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রগতি প্লে সেন্টার ৩৭ ওভারে ১২৮ রানে অলআউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে দীপ্তি মারাক ৪৩ বলে ২০ রান করেন এবং অতিরিক্ত রান থেকে আসে সর্বোচ্চ ৫২ রান। রয়্যাল কোচিং সেন্টারের বোলার হাবিজা বেগম ২২ রানে ৩টি উইকেট নেন। জবাবে ১২৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রগতির বোলার ঋত্বিকা শীলের মারাত্মক বোলিংয়ের মুখে পড়ে রয়্যাল কোচিং সেন্টারের ব্যাটাররা। ঋত্বিকা ৭.৪ ওভার বল করে ৪টি মেডেনসহ মাত্র ৬ রান দিয়ে ৫টি উইকেট তুলে নেন। তাঁর এই বিধ্বংসী স্পেলের জেরে রয়্যাল কোচিং সেন্টার ৪০.৪ ওভারে মাত্র ৪৬ রানেই গুটিয়ে যায়। ম্যাচ বিজয়ী পারফরম্যান্সের জন্য ঋত্বিকা শীলকে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ ঘোষণা করা হয়।
অন্য দিকে, পুলিশ ট্রেনিং অ্যাকাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ ”ডি”-র প্রথম ম্যাচে ক্রিকেট অনুরাগী ক্লাবকে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে মৌচাক ক্লাব। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে ১১৮ রান সংগ্রহ করে ক্রিকেট অনুরাগী। মৌচাক ক্লাবের অলরাউন্ডার অনুষ্কা শীল ৮ ওভার বল করে ৩০ রান দিয়ে একাই ৪টি উইকেট শিকার করেন। ক্রিকেট অনুরাগীর পক্ষে অনুভা পাল ২৪ রানে ২ উইকেট নেন। জয়ের জন্য ১১৯ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে অনুষ্কা শীলের অনবদ্য ব্যাটিংয়ে মাত্র ২১ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় মৌচাক ক্লাব। অনুষ্কা মাত্র ৫৬ বলে ১১টি চারের সাহায্যে ৬০ রানের এক ঝোড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। বল ও ব্যাটে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ম্যাচ সেরার পুরস্কার লুফে নেন অলরাউন্ডার অনুষ্কা শীল।

অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে আমবাসার দাপুটে জয় রোমাঞ্চকর ম্যাচে শেষ হাসি কৈলাসহরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা ১৯ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ-১৩ রাজ্য মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের নবম ম্যাচে কাঞ্চনপুরকে ৮১ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সহজ জয় তুলে নিয়েছে আমবাসা মহকুমা দল। মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনুষ্ঠিত গ্রুপ 'বি'-র এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে আমবাসা ৩৬.৫ ওভারে ১২৮ রানে অলআউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে দেবজিৎ দেববর্মা ৪৯ বলে ২টি চারের সাহায্যে সর্বোচ্চ ২৩ রান করেন। জবাবে ১২৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে আমবাসার দুই বোলার সৌরাদীপ পাল ও নীলাদ্রি পালের মারাত্মক বোলিং তোপের মুখে পড়ে কাঞ্চনপুর। সৌরদীপ ৮ ওভারে ৩টি মেডেনসহ ১৫ রান দিয়ে ৪টি এবং নীলাদ্রি ৭ ওভারে ২২ রান খরচায় ৪টি উইকেট শিকার করলে কাঞ্চনপুরের ইনিংস মাত্র ২৩ ওভারে ৪৭ রানেই ধসে পড়ে। বল হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে সৌরদীপ পালকে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়।
অন্য দিকে, ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গ্রুপ 'সি'-র দ্বিতীয় ম্যাচটিতে চরম উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ প্রত্যক্ষ করলেন ক্রীড়ামোদিরা। প্রতিকূল মাঠের পরিস্থিতির কারণে ম্যাচটি ৪৫ মিনিট দেরিতে শুরু হওয়ায় ওভার কমিয়ে ৩৭ নির্ধারণ করা হয়। ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কৈলাসহরের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে টিকতে না পেরে মাত্র ১৫.৩ ওভারে ৬৯ রানেই গুটিয়ে যায় লংতরাই ভ্যালি। জবাবে ৭০ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে কৈলাসহর। লংতরাই ভ্যালির বোলার ভিকি ভৌমিক ৪.২ ওভারে মাত্র ১৩ রান দিয়ে ৩টি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচ জমিয়ে তোলেন। কৈলাসহরের পক্ষে আয়ুষ রায় ৪৬ বলে ৩টি চারের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ ২৭ রান করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯.২ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছায় কৈলাসহর। লো-স্কোরিং এই থ্রিলারে মাত্র ১ উইকেটের নাটকীয় জয়ের নেপথ্যে অনবদ্য অবদান রাখায় কৈলাসহরের রোহিত দে-কে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ ঘোষণা করা হয়।

অনূর্ধ-১৩ রাজ্য ক্রিকেটে জয়দীপ ও অর্ণবের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে টানা জয় জিরানিয়া ও সদর এ-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ-১৩ রাজ্য মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আজকের ম্যাচে তেলিয়ামুরাকে ৪৭ রানে হারিয়ে চমৎকার জয় পেয়েছে জিরানিয়া মহকুমা দল। নীপকো মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ 'এ'-র এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে জিরানিয়া নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অঙ্কিত লোধ ৮৮ বলে ৪টি চারের সাহায্যে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন। জবাবে ১৪৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে জিরানিয়ার বোলার জয়দীপ দেবের মারাত্মক বোলিংয়ের মুখে পড়ে মাত্র ৯৭ রানেই অলআউট হয়ে যায় তেলিয়ামুরা দল। জয়দীপ মাত্র ৮ ওভার বল করে ১টি মেডেনসহ ২৬ রান খরচায় একাই ৫টি উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইন-আপ ধসিয়ে দেন। বল হাতে এই দুর্দান্ত ম্যাচজয়ী পারফরম্যান্সের সুবাদে জয়দীপ দেবকে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়।
অন্য দিকে, রানিরবাজার মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ 'এ'-র অপর এক ম্যাচে মোহনপুরকে ১৪২ রানের বিশাল ব্যবধানে গুঁড়িয়ে দিয়েছে শক্তিশালী সদর 'এ' দল। নির্ধারিত ৪০ ওভারের এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সদর 'এ' ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২১৩ রানের পাহাড়সম স্কোর খাড়া করে। দলের ওপেনার অর্ণব দেববর্মা মাঠের চারদিকে স্ট্রোকের ফুলঝুরি ফুটিয়ে মাত্র ৯১ বলে ১৬টি চার ও ৬টি ছক্কার সাহায্যে ১২৫ রানের এক বিধ্বংসী ও অনবদ্য শতরানের ইনিংস খেলেন। জবাবে ২১৪ রানের পাহাড়সম লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সদর 'এ' দলের বোলার অভয় দেব সিংহের তোপের মুখে পড়ে মোহনপুর। অভয় ৮ ওভার বল করে ৩টি মেডেনসহ মাত্র ৯ রান দিয়ে ৪টি উইকেট শিকার করলে মোহনপুর মাত্র ২৮.৫ ওভারে ৭১ রানেই গুটিয়ে যায়। ব্যাট হাতে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করার সুবাদে অর্ণব দেববর্মাকে ম্যাচ সেরার পুরস্কার দেওয়া হয়।

আশিক ও অনীকের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে অমরপুর ও উদয়পুরের বড় জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ-১৩ রাজ্য মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আজকের খেলায় বিলোনিয়াকে ৬২ রানে হারিয়ে দারুণ জয় পেয়েছে অমরপুর মহকুমা দল। বাইখোড়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ 'ডি'-র দ্বিতীয় তথা টুর্নামেন্টের ১১তম ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নামে অমরপুর। ৩৯.৪ ওভারে ১৫৬ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা। দলের পক্ষে ওপেনার আশিক দেব ৬৭ বলে ৭টি চারের সাহায্যে ৬৩ রানের একটি ঝকঝকে ও দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। জবাবে ১৫৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে অমরপুরের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে সুবিধা করতে পারেনি বিলোনিয়া। দলের বোলার বিবেক দেবনাথ মাত্র ২ ওভার বল করে ৩ রান দিয়ে ২টি উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত ৩১ ওভারে মাত্র ৯৪ রানেই গুটিয়ে যায় বিলোনিয়ার ইনিংস। ব্যাটে হাতে দুর্দান্ত অর্ধশতরান করার সুবাদে অমরপুরের আশিক দেবকে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়।
অন্য দিকে, উত্তর বিলোনিয়া মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ 'ডি'-র অপর এক ম্যাচে সাব্রুমকে ১৫৪ রানের বিশাল ব্যবধানে গুঁড়িয়ে দিয়েছে শক্তিশালী উদয়পুর দল। নির্ধারিত ৪০ ওভারের এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে উদয়পুর ৮ উইকেটের বিনিময়ে ২৪৩ রানের পাহাড়সম স্কোর খাড়া করে। দলের পক্ষে কর্ণজিৎ দেওয়ানজী ৯৭ বলে ৭টি চারের সাহায্যে সর্বোচ্চ ৫৯ রান করেন। জবাবে ২৪৪ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে উদয়পুরের বোলার অনীক দাসের মারাত্মক বোলিং তোপের মুখে পড়ে সাব্রুমের ব্যাটাররা। অনীক ৮ ওভার বল করে ২টি মেডেনসহ মাত্র ৯ রান খরচ করে একাই ৫টি উইকেট শিকার করেন। তাঁর এই বিধ্বংসী স্পেলের সামনে সাব্রুমের ইনিংস নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৯ উইকেটে মাত্র ৮৯ রানে থমকে যায়। বল হাতে এই অসাধারণ ও ম্যাচজয়ী পারফরম্যান্সের জন্য উদয়পুরের অনীক দাসকে ম্যাচ সেরার পুরস্কার দেওয়া হয়।

জাতীয় সাঁতার আমেদাবাদে সিলেকশন ট্রায়াল ২৪ মে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। আগামী ১৬ই জুন থেকে ২১শে জুন আমেদাবাদে ৭৯তম জাতীয় সিনিয়র পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই আসরে ত্রিপুরা দল অংশ গ্রহন করবে। এই লক্ষ্যে রাজ্য দল গঠনের জন্য এক নির্বাচনী শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যাদের বয়স ১৪ বছরের উপরে তারা এই শিবিরে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। আগামী ২৪শে মে রবিবার সকাল ১১টায় রাইমা সুইমিং পুলে এই নির্বাচনী শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে অংশ গ্রহন করতে ইচ্ছুকারীদেরকে সকাল ১০.৩০টায় মধ্যে বয়সের প্রমানপত্র সহ রাইমা সুইমিং পুলে রিপোর্ট করতে হবে।

বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন শেষ লোপেজের

বড় এক দুঃসংবাদই পেয়েছে স্পেন। পায়ের চোটের কারণে মিডফিল্ডার ফেরমিন লোপেজের বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন সম্ভবত শেষ হয়ে গেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো ব্যাপারটি নিশ্চিত না করা হলেও স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, বার্সেলোনার এই তারকার বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা নেই। লা লিগায় গত রোববার রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে বার্সার ৩-১ গোলে জয়ের ম্যাচে ডান পায়ে চোট পান লোপেজ। বার্সা এরপর তাঁর পায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানিয়েছে, অস্ত্রোপচার করাতে হবে। ক্লাবটির বিবৃতিতে বলা হয়, 'ক্লাবের মূল দলের খেলোয়াড় ফেরমিন লোপেজের ডান পায়ের পঞ্চম মেটাটারসালে (পায়ের পাতার হাড়) চিড় ধরেছে। এই চোট থেকে সেরে উঠতে খুব শিগগিরই তাঁর পায়ে অস্ত্রোপচার করা হবে।' স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'এএস' জানিয়েছে, এই চোট থেকে সেরে উঠতে ২৩ বছর বয়সী লোপেজের আনুমানিক দুই মাস সময় লাগবে। অর্থাৎ ১১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে তাঁকে স্পেনের পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। গত দুই মৌসুমে বার্সার নিয়মিত খেলোয়াড় এবং স্পেনের হয়ে ৭ ম্যাচ খেলা লোপেজ জাতীয় দলের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের বিশ্বকাপ দলে থাকবেন বলেই ধারণা করা হচ্ছিল।সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, কোন অস্থি—বিশেষজ্ঞের অধীন এবং ঠিক কবে লোপেজের পায়ে অস্ত্রোপচার করা হবে, তা শিগগিরই জানিয়ে দেওয়া হবে। লোপেজের সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে কত দিন লাগবে, সে বিষয়ে বার্সেলোনা সুনির্দিষ্ট করে কিছু জানায়নি। তবে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে লোপেজের খেলার কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এশিয়া র‍্যাঙ্কিং টেনিসঃ কোয়ার্টারে পদ্মপ্রিয়া, বিদায় নিলেন ত্রিপুরার অংশ্লা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। মালঞ্চনিবাস স্থিত রাজ্য টেনিস কমপ্লেক্স এবং দশরথ দেব রাজ্য ক্রীড়া কমপ্লেক্সে চলমান 'টিটিএ এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং অনূর্ধ-১৬ টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২৬'-এ থামল ত্রিপুরার ঘরের ছেলে অংশ্লা দেববর্মার স্বপ্নদৌড়। আজ অনুষ্ঠিত ছেলেদের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে বাংলার হাভীশ বানসালের কাছে সরাসরি ৬-০, ৬-৪ গেমে হেরে বিদায় নেন অংশ্লা। তবে দিনের সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটে ছেলেদের বিভাগের শীর্ষ দুই বাছাইয়ের ছিটকে যাওয়ায়। টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই অয়ন চান্ডেলকে ১-৬, ৫-৭ গেমে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেন অবাছাই নিব্রাস কাওসার হুসেন। অন্যদিকে, দ্বিতীয় বাছাই সংকল্প কুমার সাহানিও আজ নিজের ছন্দ হারিয়ে যশ কুমারের কাছে ২-৬, ২-৬ গেমে ধরাশায়ী হন। আসামের ওয়াইল্ড কার্ড এন্টি অর্ণব কুমার ভূঁইয়া ১ সেট পিছিয়ে থেকেও দিব্যম গুপ্তার বিরুদ্ধে ৬-৪, ২-৬, ৭-৫ গেমে এক হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে জয় ছিনিয়ে নেন।
মেয়েদের অনূর্ধ-১৬ সিঙ্গলস ইভেন্টে নিজের চেনা ছন্দ ধরে রেখে টুর্নামেন্টের আলো কাড়ছেন পদ্মপ্রিয়া রমেশ কুমার। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে কৃশিকা গৌতমকে অতি সহজেই ৬-২, ৬-১ গেমে উড়িয়ে দিয়ে শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করেছেন তিনি। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচগুলি আগামীকাল সকাল ৯:০০ টা থেকে শুরু হবে। স্থানীয় টেনিসপ্রেমীরা আগামীকাল আরও কিছু হাই-ভোল্টেজ ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন।

ডিআর কঙ্গোর বিশ্বকাপ দলে কারা

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (ডিআর কঙ্গো)। ৫২ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরতে যাওয়া দলটির চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন কোচ সেবাস্তিয়ান দেসাব্রে। ডিআর কঙ্গোর বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেয়েছেন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় গায়েল কাকুতা।
আগামী মাসে কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্ব চলাকালীন ৩৫ বছরে পা দেবেন কাকুতা। গত দুই বছরে কঙ্গোর হয়ে তিনি খেলেছেন মাত্র দুটি ম্যাচ। বছরের শুরুতে মরক্কোয় অনুষ্ঠিত আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের চূড়ান্ত পর্বে বিকল্প হিসেবে তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছিল।
তবে গত মার্চে মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে জ্যামাইকাকে হারিয়ে দশম আফ্রিকান দেশ হিসেবে কঙ্গো যখন ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে, তখন কাকুতা দলে ছিলেন না। ফলে অনেকেই তাঁর ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছিলেন।
কাকুতা একসময় চেলসির উদীয়মান বিস্ময়বালক ছিলেন। কিশোর বয়সে ফ্রান্স থেকে তাঁর চেলসিতে যোগ দেওয়া নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছিল। তবে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে তিনি প্রত্যাশা অনুযায়ী জ্বলে উঠতে পারেননি। এর পর থেকে তিনি ৯টি ভিন্ন দেশের ১৫টি ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। বর্তমানে তিনি গ্রিক ক্লাব লারিসায় খেলেন।
আজ দল ঘোষণার সময়ে কোচ বলেছেন, 'আমরা সবাই প্রায় চার বছর ধরে একসঙ্গে আছি। বিশ্বকাপ কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা খেলোয়াড় তৈরি করার জায়গা নয়।' ১৯৭৪ সালের পর আবার বিশ্বকাপে ফিরে দলটির লক্ষ্য শেষ ৩২—এ যাওয়া। এ বিষয়ে কোচ বলেন, 'আমরা আমাদের সেরা ফুটবলটা খেলতে চাইলক্ষ্য প্রথম পর্ব পার হওয়া। আমি বিশ্বাস করি, এই সামর্থ্য আমাদের আছে।'
বিশ্বকাপে ডিআর কঙ্গো খেলবে 'কে' গ্রুপেপ্রতিপক্ষ পর্তুগাল, কলম্বিয়া ও উজবেকিস্তান।
ডিআর কঙ্গোর বিশ্বকাপ স্কোয়াড:
গোলকিপার: ম্যাথিউ ইপোলো, টিমোথি ফায়ুলু, লিওনেল এমপাসি
ডিফেন্ডার: ডিলান বাতুবিৎসিকা, রকি বুশিরি, গেডন কালুলু, স্টিভ কাপুয়াদি, জোরিস কায়েম্বে, আর্থার মাসুয়াকু, চ্যান্সেল এমবেম্বা, অ্যাক্সেল তুয়ানজেবে, অ্যারন ওয়ান-বিসাকামিডফিল্ডার: থিও বঙ্গোন্ডা, ব্রায়ান সিপেঙ্গা, মেশাক এলিয়া, গায়েল কাকুতা, ইডো কায়েম্বে, নাথানিয়েল এমবুকু, স্যামুয়েল মুতুসামি, এনগালায়েন মুকাউ, চার্লস পিকেল, নোয়াহ সাদিকি
ফরোয়ার্ড: সেড্রিক বাকাম্বু, সাইমন বানজা, ফিস্তোন মায়েলে, ইয়োয়ান উইসা।

'এ বার বাড়ি যাও !' চেন্নাইয়ের সমর্থকদের খোঁচা ঈশানের পরে ১২ শব্দের আরও বড় খোঁচা হায়দরাবাদ ব্যাটারের

গোটা ম্যাচ জুড়ে বাঁশির (হুইসল) শব্দে কান পাতা দায় হচ্ছিল। কিন্তু খেলা শেষ হতে হতে থেমে গেল সব শব্দ। হারের হতাশা তখন চেন্নাই সুপার কিংসের সমর্থকদের মুখে। সেই হতাশা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিলেন ঈশান কিশন। তাঁর ব্যাটেই চেন্নাই সুপার কিংসকে হারিয়ে আইপিএলের প্লে-অফে উঠেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। খেলা শেষে চেন্নাইয়ের সমর্থকদের খোঁচা মেরেছেন ঈশান।
খেলা শেষে দেখা যায়, চেন্নাইয়ের সমর্থকদের উদ্দেশে হাতের ইশারায় কিছু দেখাচ্ছেন ঈশান। প্রথমে বাঁশি বাজানোর কায়দা দেখান তিনি। তার পর হাতের ইশারায় বাড়ি বা ঘর বোঝান। শেষে হাতের ইশারায় চেন্নাই সমর্থকদের চলে যেতে বলে তিনি। মুখে কিছু না বললেও ঈশান বোঝাতে চেয়েছেন, 'এ বার বাড়ি চলে যাও।' বার বার হাতের ইশারায় হলুদ জার্সিধারী সমর্থকদের বেরিয়ে যেতে বলেন তিনি।
সেখানেই থেমে থাকেননি ঈশান। পরে সমাজমাধ্যমেও খোঁচা মারেন হায়দরাবাদের বাঁহাতি ব্যাটার। সমাজমাধ্যমে ম্যাচের কয়েকটি ছবি দিয়ে ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "অনলি থিং লাউডার দ্যান দ্য হুইসল ওয়াজ দ্য ব্যাট। ইনটু দ্য প্লে-অফস।" ইংরেজিতে এই ১২ শব্দের বাংলা অর্থ, "বাঁশির থেকে জোরে যদি কিছু বাজে তা হলে সেটা ব্যাটের আওয়াজ। প্লে-অফে উঠলাম।" তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, নিজের ব্যাটে চেন্নাই সমর্থকদের বাঁশির আওয়াজ তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন।
এই ম্যাচ দু'দলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জিতলেই প্লে-অফ পাকা ছিল হায়দরাবাদের। অন্য দিকে প্লে-অফের লড়াইয়ে ভাল ভাবে থাকতে হলে জিততেই হতো চেন্নাইকে। প্রথমে ব্যাট করে ১৮০ রান করে চেন্নাই। ১৮১ রান তাড়া করতে নেমে ৪৭ বলে ৭০ রানের ইনিংস খেলেন ঈশান। দলকে জিতিয়ে হন ম্যাচের সেরা। নিজেদের পাশাপাশি গুজরাত টাইটান্সকেও প্লে-অফে তোলা তারা।চেন্নাইয়ের প্লে-অফ ভাগ্য আর নিজেদের হাতে নেই। গ্রুপের শেষ ম্যাচ জিতলেও বাকি দলের খেলার উপর নির্ভর করতে হবে তাদের। অনেকগুলি অঙ্ক রয়েছে। ফলে চেন্নাইয়ের বাড়ি যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। হাতের ইশারায় সেই খোঁচাই মেরেছেন ঈশান।

চ্যাম্পিয়ন হলে কোচ থাকতে পারেন অস্কার ইস্টবেঙ্গলের ভালোবাসা পেয়ে মন গলছে হেডস্যারের ?

তাহলে কি সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দিকে হাঁটছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো? মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে খেলতে যাওয়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে বসে অস্কার ব্রুজো হঠাৎই জানিয়েছিলেন, সামনের মরশুমে তিনি আর ইস্টবেঙ্গলে কোচিং করবেন না। কারণ, তাঁর কাছে পরের মরশুমের ভবিষ্যৎ কিছুই পরিষ্কার নয়। তারপর থেকে জল কিছুটা অন্য খাতে বয়েছে। এমনকী ক্লাবের তরফ থেকে কার্যকরী কমিটির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে অস্কার ব্রুজোর পাশাপাশি ইনভেস্টর ইমামি কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়, পরের মরশুমের জন্যও তাঁকে রেখে দেওয়ার অনুরোধ করতে। পাশাপাশি লাল-হলুদ সমর্থকদের অনুরোধ ভালোবাসা তো আছেই। স্বাভাবিকভাবেই ক্লাব এবং সমর্থকদের ভালোবাসা এবং অনুরোধের পর মনের ভাবনা কিছুটা অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে অস্কারের জন্য।
সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং এফসি গোয়ার প্রস্তাবগুলি যেরকম সিরিয়াসলি ভাবতে শুরু করেছিলেন, কিছুটা সেই ভাবনার গতি শ্লথ করে দিয়েছেন অস্কার। আপাতত ঠিক করেছেন, ৩১ মে পর্যন্ত কোনও ক্লাবের সঙ্গেই আগাম চুক্তি নিয়ে কিছুই আলোচনা করবেন না। কারণ, অস্কারের ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ৩১ মে পর্যন্ত। ভবিষ্যৎ নিয়ে যা আলোচনা হবে সব জুন মাসে। ততদিনে ইস্টবেঙ্গলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু সবার আগে যেটা দরকার, তা হল বৃহস্পতিবার প্রথমবারের জন্য ইন্ডিয়ান সুপার লিগটা জেতা। আপাতত শুধু সেদিকেই মন। বাইরের প্রস্তাব কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গলে থেকে যাওয়া যায় কিনা, অস্কারের পক্ষে সেই আলোচনাটা শুরু হবে আইএসএল ট্রফিটা হাতে তোলার পর থেকে। আপাতত চিন্তা কিভাবে আইএসএল ট্রফিটা ইস্টবেঙ্গলকে জেতানো যায়।
সমস্যা হচ্ছে, পরের মরশুমের আইএসএল কবে, কীভাবে শুরু হবে আইএসএলের কোনও ক্লাবই জানে না। ফলে ইস্টবেঙ্গল অস্কারকে পরের মরশুমের জন্য চাইলেও, কীভাবে যে পরের মরশুম নিয়ে আলোচনা শুরু করবে সেটাই জানে না। ফলে দু'পক্ষের ইচ্ছে থাকলেও পরের মরশুমেও যে অস্কার থাকবেন, এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে একটাই আশার কথা, যেখানে পরের মরশুমে থাকবেন না বলে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন স্প্যানিশ কোচ, সেখানে দেবব্রত সরকারদের তরফে থেকে যাওয়ার অনুরোধের চিঠি দেখার পর অনেকটাই সুর নরম করেছেন তিনি। বরং ক্লাব এবং সমর্থকদের ভালোবাসার সঙ্গে ফের জড়ানোর জন্য মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছেন। তবে সবটাই নির্ভর করছে, ইনভেস্টর ইমামি কর্তৃপক্ষ ব্রুজোকে জুন মাসে কী জানাবেন, তার উপর।
এদিকে, বৃহস্পতিবার ইন্টার কাশী ম্যাচ নিয়ে মানসিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। সল ক্রেসপো, মহেশের পাশাপাশি কার্ড সমস্যায় শেষ ম্যাচে পাওয়া যাবে না এডমুন্ডকেও। ইস্টবেঙ্গল ফের একবার এডমুন্ডের কার্ড সমস্যা মেটানোর জন্য ফেডারেশনের কাছে আবেদন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারুণ, অস্কার ব্রুজো মনে করছেন, পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে এডমুন্ড ম্যাচের রঙ ঘুরিয়ে দিতে পারে। এদিকে, বিপিন সিং সুস্থ হয়ে গেলেও যা পরিস্থিতি, তাতে বৃহস্পতিবার বিপিনের পরিবর্তে সম্ভবত নন্দকেই শুরু থেকে রাখতে পারেন ইস্টবেঙ্গল কোচ।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 1 20-05-2026, 01:22

ফলাফল ও ফর্মফিলাপ সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিলোনিয়া বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ে এবিভিপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ মে: বিলোনিয়ার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফলাফল প্রকাশ ও ফরম ফিলাপ সংক্রান্ত একাধিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল কলেজ চত্বর। মঙ্গলবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর ডাকে শতাধিক ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, বহু শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার পরও ফলাফলে অযৌক্তিকভাবে ব্যাক দেখানো হচ্ছে। আবার অনেকের উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ফলাফলে 'এবসেন্ট' প্রদর্শিত হয়েছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব এবং অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ঘনঘন প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পড়ুয়াদের।

এছাড়াও দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সেমিস্টারের বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার কারণে ফরম ফিলাপ করতে পারছেন না বলেও অভিযোগ ওঠে। এর ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। আন্দোলনকারীদের দাবি, বিষয়টি একাধিকবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এখনো পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই সমস্ত সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবিতে এদিন কলেজে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন এবিভিপি কর্মী-সমর্থকরা। পাশাপাশি শ্যামল দাস-এর কুশপুতলিকা দাহ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা।

আন্দোলনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মনোরঞ্জন দাস সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অধ্যক্ষ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। পরে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবিদাওয়া উল্লেখ করে একটি স্মারকলিপি কলেজ অধ্যক্ষের মাধ্যমে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া হয়।

আন্দোলনকারী ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে বলেন, প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা ও উদাসীনতার কারণেই প্রতিনিয়ত সাধারণ পড়ুয়াদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে এবিভিপির পক্ষ থেকে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। প্রয়োজনে রাজ্যজুড়ে কঠোর কর্মসূচিও গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে অধ্যক্ষ ডক্টর মনোরঞ্জন দাস জানান, ছাত্রছাত্রীদের উত্থাপিত দাবিগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

কদমতলায় পুলিশের বড়সড় সাফল্য, উদ্ধার ৫০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৯ মে: গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলায় বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। অভিযানের সময় কদমতলা থানার বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে অভিযান চালিয়ে অরিনজিত দাস ওরফে গৌতম দাসের বাড়িতে তল্লাশি করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির গোয়ালঘর থেকে প্রায় ৫০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ।

এই ঘটনায় বাড়ির মালিক গৌতম দাসকে আটক করা হয়। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকেই আরও এক অভিযুক্ত জসিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা গেছে, জসিম উদ্দিন আসামের নিলাম বাজার থানা এলাকার ব্রাহ্মণশাসন গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই জানান, পুরো ঘটনায় কদমতলা থানায় এনডিপিএস আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃত দুই অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। এই মাদক চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, ইয়াবা ট্যাবলেটের উৎস কোথায় এবং এগুলি কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশের এই বড়সড় সাফল্যের পর গোটা এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে মাদক কারবারিদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগী কল্যাণ সমিতির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৯ মে: সম্প্রতি সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগী কল্যাণ সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই সভায় সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল সভাপতিত্ব করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক দীপ কুমার দেববর্মা, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারপার্সন শাহজাহান মিয়া, সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. পার্থ প্রতিম দাস, সোনামুড়া মহকুমা শাসক রাজু দেব সহ পূর্ত, বিদ্যুৎ ইত্যাদি দপ্তরের প্রতিনিধিগণ।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল ঘিরে বিস্ফোরক অভিযোগ নিরাপত্তা ব্যবস্থার চরম ভাঙন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ

ধর্মনগর, ১৯ মে : উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান চিকিৎসাকেন্দ্র ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল-কে ঘিরে উঠে এসেছে বিস্ফোরক ও লজ্জাজনক অভিযোগ। যে হাসপাতাল সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ও নিরাপত্তার প্রতীক হওয়ার কথা, সেই হাসপাতালের ওপিডি চত্বরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে ব্যবহৃত গর্ভনিরোধক সামগ্রী, মাদক সেবনের সিরিঞ্জ, বিদেশি মদের খালি বোতলসহ একাধিক আপত্তিকর বস্তু। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অভিযোগ উঠেছে, দিনের আলো ফুরোলেই হাসপাতাল চত্বর পরিণত হচ্ছে অসামাজিক কর্মকাণ্ডের নিরাপদ আস্তানায়। স্থানীয়দের দাবি, হাসপাতালের ভেতরে নিয়মিত মদ্যপান, নেশা ও অবৈধ কার্যকলাপ চলছে। অথচ নিরাপত্তার নামে প্রশাসনের ভূমিকা কার্যত প্রশ্নের মুখে। হাসপাতালের মতো সংবেদনশীল এলাকায় কীভাবে এমন লাগামছাড়া পরিস্থিতি দিনের পর দিন চলতে পারে, তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয়, এত বড় ঘটনার ব্যাপারে কিছুই জানতেন না বলে দাবি করেছেন হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ভাস্কর দাস। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না। তবে অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এদিকে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, প্রতিদিন হাজার হাজার রোগীর আনাগোনা থাকা একটি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে এমন নোংরা ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি চললেও প্রশাসন এতদিন নীরব ছিল কেন? স্থানীয়দের অভিযোগ, হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে এবং প্রশাসনিক গাফিলতির সুযোগে অসামাজিক চক্র বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। চিকিৎসাকেন্দ্রের পবিত্র পরিবেশ কলুষিত হওয়ায় আতঙ্কিত রোগী ও তাঁদের পরিবার। দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের শনাক্ত করা এবং হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদারের দাবিতে সরব হয়েছে ধর্মনগরের সচেতন মহল।

তেলিয়ামুড়ায় গ্যাস ও পেট্রোলের তীব্র সংকট, চরম ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ মে: তেলিয়ামুড়া মহকুমায় রান্নার গ্যাস ও পেট্রোলের তীব্র সংকট দেখা দেওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার ভোর থেকেই তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সি এবং মহারানীপুর পেট্রোল পাম্পের সামনে দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও গ্যাস সংগ্রহ করতে শয়ে শয়ে মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া মহকুমার অধিকাংশ পেট্রোল পাম্পেই বর্তমানে জ্বালানির ঘাটতি চলছে। ফলে পেট্রোল সংগ্রহের জন্য সকাল থেকেই সাধারণ মানুষকে ভিড় জমাতে দেখা যায়। একই অবস্থা রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রেও। গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়ার আশায় বহু মানুষ ভোর থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন।

এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই জ্বালানি ও গ্যাস সরবরাহে অনিয়ম দেখা দিলেও সংকট নিরসনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত পর্যাপ্ত গ্যাস ও জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে "ত্রিপুরা"স নেক্সট সুপার মডেল সিজন-২" এর অডিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ মে: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে আগামী ২৫ মে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বহুল প্রতীক্ষিত "ত্রিপুরা"স নেক্সট সুপার মডেল সিজন—২" এর অডিশন পর্ব। দেবসা এন্টারটেইনমেন্ট-এর উদ্যোগে ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবন-এ সকাল ১১টা থেকে এই অডিশনের আয়োজন করা হবে।

এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দেবসা এন্টারটেইনমেন্টের কর্ণধার দেব এবং বর্ষা। তারা জানান, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিভাবান যুবক-যুবতীদের জন্য এই মঞ্চ একটি বড় সুযোগ হয়ে উঠতে পারে। ফ্যাশন ও মডেলিং জগতে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পাবেন অংশগ্রহণকারীরা।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অডিশনে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের নিজেদের পরিচয়, ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস এবং উপস্থাপনার দক্ষতা বিচারকদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

গন্ডাছড়ায় বেহাল সাত কিলোমিটার সার্কেল রোড পূর্ত দপ্তরের এসডিওকে ঘেরাও গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৯ মে: গন্ডাছড়া মহকুমার সাত কিলোমিটার দীর্ঘ সার্কেল রোডের বেহাল অবস্থাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার দুরবস্থার কারণে চরম ভোগান্তির শিকার হয়ে মঙ্গলবার গন্ডাছড়া মহকুমার পূর্ত দপ্তরের এসডিও তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রথীন্দ্র দেববর্মাকে ঘেরাও করেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ত দপ্তরে পৌঁছে যায় পুলিশ বাহিনী।

অভিযোগ, গন্ডাছড়া মহকুমার এই গুরুত্বপূর্ণ সার্কেল রোডটির দৈর্ঘ্য প্রায় সাত কিলোমিটার। মৎস্য খামারের পিছন দিক হয়ে রাস্তা গিয়ে মিলেছে নিখিল সরকার পাড়ার সড়কের সঙ্গে। এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল ষাটকার্ড, ত্রিশকার্ড, নারায়ণপুর, নিখিল সরকার পাড়াসহ একাধিক এলাকার বাসিন্দারা। এছাড়াও বহু কৃষক ও সাধারণ গৃহস্থ পরিবার প্রতিদিন এই রাস্তা ব্যবহার করেন। স্থানীয়দের দাবি, গত পাঁচ বছর ধরে রাস্তার অবস্থা ক্রমশ বেহাল থেকে বেহালতর হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে, মানুষ চলাচল তো দূরের কথা, গরু-ছাগল পর্যন্ত ওই রাস্তা দিয়ে যেতে চায় না। অভিযোগ, রিদ্দিসিদ্ধি নামে একটি সংস্থা রাস্তা নির্মাণের কাজের দায়িত্ব পাওয়ার পর কয়েকদিন ড্রেজার চালিয়ে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি করে কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই উধাও হয়ে যায়।

বারবার পূর্ত দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনো কাজ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা মঙ্গলবার পূর্ত দপ্তরে গিয়ে এসডিও রথীন্দ্র দেববর্মাকে ঘেরাও করেন এবং দ্রুত রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করার দাবি জানান। দীর্ঘক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর গ্রামবাসীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রাস্তার কাজে হাত না দিলে গন্ডাছড়া মহকুমার মধ্য বাজার এলাকায় বৃহত্তর অবরোধ কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে।

অন্যদিকে, পূর্ত দপ্তরের এসডিও রথীন্দ্র দেববর্মা জানান, পুরো বিষয়টি তিনি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানাবেন।

নেশামুক্ত ভারতের বার্তা নিয়ে বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজে এনএসএস ইউনিটের মেগা র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে: নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হলো বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের এনএসএস ইউনিট। "নেশামুক্ত ভারত অভিযান" উপলক্ষে কলেজের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার একটি বৃহৎ সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেন।

র‍্যালির মাধ্যমে সমাজে নেশার কুফল এবং যুব সমাজকে নেশামুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে নেশার ভয়াবহ প্রভাব তুলে ধরেন।

এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবকরা জানান, বর্তমান সময়ে বহু যুবক-যুবতী নেশার কবলে পড়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। বিশেষ করে মাদকাসক্তি সমাজের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণেই ছাত্র সমাজকে সচেতন করতে এবং নেশার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতেই এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। তারা আরও জানান, দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও নেশামুক্ত সমাজ গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন। "এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা" গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুব সমাজকে নেশামুক্ত ভারত অভিযানে সক্রিয়ভাবে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে সকল ছাত্র-যুবক ও সাধারণ মানুষকে নেশার ভয়ংকর গ্রাস থেকে দূরে থাকার এবং সুস্থ সমাজ গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

১৫ দিন ধরে জলহীন চড়িলাম মধ্যপাড়া সমস্যার কারণ খুঁজতেই ব্যর্থ দপ্তর

নজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ মে: দীর্ঘ ১৫ দিন ধরে পানীয় জলের চরম সংকটে ভুগছেন চড়িলাম মধ্যপাড়ার বাসিন্দারা। এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য পানীয় জলের পাম্প মেশিনটি বিকল হয়ে পড়ে থাকলেও আজ পর্যন্ত তা মেরামতের কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে প্রতিদিন জল সংগ্রহ করতে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে স্থানীয় মানুষদের।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডাক্তারের গুলি মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় স্থাপিত ওই পাম্প মেশিন থেকেই দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপাড়ার বহু পরিবারে পানীয় জল সরবরাহ করা হতো। কিন্তু হঠাৎ করেই পাম্পটি বিকল হয়ে পড়ে। এরপর কেটে গেছে প্রায় দুই সপ্তাহেরও বেশি সময়। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনও মেলেনি।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, দপ্তরের পক্ষ থেকে কখনও টেকনিক্যাল সমস্যা, আবার কখনও যন্ত্রাংশের অভাবের কথা বলা হলেও প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। এমনকি সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখেও দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা সদুত্তর দিতে পারেননি বলে অভিযোগ। এতে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আরও বাড়ছে। জল না পেয়ে বর্তমানে বহু পরিবার দূরদূরান্ত থেকে জল সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন বয়স্ক মানুষ, শিশু ও মহিলারা। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে এই জল সংকট এলাকাবাসীর জীবনকে কার্যত দুর্বিষহ করে তুলেছে।

পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসীরা। তাঁদের সাফ বক্তব্য, অবিলম্বে পাম্প মেশিনটি মেরামত করে জল পরিষেবা চালু না করা হলে জাতীয় সড়ক অবরোধসহ গণআন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তারা।

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আহ্বান 'আমরা বাঙালী'-র

আগরতলা, ১৯ মে : বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করল আমরা বাঙালী। আজ সংগঠনের রাজ্য কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিলচরের ভাষা শহীদদের স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠী জোরপূর্বক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে বাঙালি জনগোষ্ঠী তার তীব্র প্রতিবাদে রাস্তায় নামে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে চারজন শহীদের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের পথ ধরে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, আসামেও একসময় অসমীয়া ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলে বরাক উপত্যকার বাঙালিরা তীব্র আন্দোলনে শামিল হন। ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচরে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ১১ জন শহীদ হন। সেই আত্মত্যাগের ফলেই বাংলা ভাষা আসামে দ্বিতীয় ভাষার স্বীকৃতি পায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পেচারথলে তিপ্রা মথার যোগদান সভা, ৬৭ পরিবারের ২১৫ ভোটারের দলবদল

পেচারথল, ১৯ মে : আসন্ন ভিলেজ কমিটির নির্বাচনকে সামনে রেখে পেচারথল মহকুমার ডেপাছড়া এলাকায় তিপ্রা মথা দলের উদ্যোগে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে ৬৭ পরিবারের মোট ২১৫ জন ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেন।

চার নং করমছড়া উপজাতি কেন্দ্রের এমডিসি রতীশ ত্রিপুরার হাত ধরে নবাগতদের দলে স্বাগত জানানো হয়। যোগদানকারীদের দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন দলের নেতৃত্বরা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমডিসি রতীশ ত্রিপুরা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়নমূলক বিষয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দলের সুপ্রিমো মহারাজার নেতৃত্বে আগামী দিনে তিপ্রা মথাকে আরও শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করতে হবে। পাশাপাশি সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও মজবুত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিষ্ঠা ও মনোযোগ সহকারে কাজ করার আহ্বানও জানান রতীশ ত্রিপুরা।

এদিনের সভাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে নতুন উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়াইটিএফ-এর পেচারথল ব্লকের সভাপতি প্রাণেশ দেয়ান, তিপ্রা মথা দলের পেচারথল ব্লকের সভানেত্রী সুপর্ণা চাকমা, ওয়াইটিএফ-এর সাধারণ সম্পাদক প্রয়াশ চাকমা, স্থানীয় নেতৃত্ব সুমন দেবনাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

পানীয় জলের দাবিতে কচুছড়ায় পথ অবরোধ, চরম ভোগান্তিতে পথচারীরা

আগরতলা, ১৯ মে : তীব্র পানীয় জলের সংকটের জেরে এবার পথ অবরোধে শামিল হলেন কচুছড়া এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগতে থাকা মানুষজনের ক্ষোভ এদিন রাস্তায় বিস্ফোরিত হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে। একাধিকবার প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে বিষয়টি জানানো হলেও সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। বাধ্য হয়েই এদিন কলসি ও বালতি হাতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন স্থানীয়রা।

বিক্ষোভের জেরে কচুছড়া সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। রাস্তার দু'পাশে আটকে পড়ে বহু যানবাহন এবং সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রী ও সাধারণ পথচারীরা। বিশেষ করে আমবাসা থেকে কমলপুরের সংযোগকারী এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি দ্বিতীয় লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত হওয়ায় অবরোধের প্রভাব পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। তারা দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালান। তবে স্থানীয়দের একাংশ জানিয়েছেন, স্থায়ী সমাধানের লিখিত আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ভাবনা রয়েছে তাঁদের মধ্যে।

এদিকে পানীয় জলের সংকটকে কেন্দ্র করে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সিপাহীজলা জেলায় জনজাতীয় গরিমা দিবস উদযাপন

বিশালগড়, ১৯ মে: সিপাহীজলা জেলাশাসক কার্যালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে গতকাল জনজাতীয় গরিমা দিবস উদযাপন উপলক্ষে জনভাগিদারী অভিযানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্ত বলেন, ১৯ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত জেলার ৬টি ব্লকের অন্তর্গত ৩৮টি ভিলেজ কমিটিতে প্রশাসনিক এবং স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিষেবা যাতে দূর দুরান্তের জনজাতিরা ১০০ শতাংশ গ্রহণ করতে পারে সে নিরিখে প্রচার অভিযান করা হবে। এছাড়াও জেলায় ২১ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত জনসুনবাই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের সুবিধাসহ আইনী সহযোগিতা প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও ডিজিটাল জনগণনা উপলক্ষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের।

ত্রিপুরা পর্যটন এবং হোম স্টে নীতি নিয়ে গোমতী জেলায় বৈঠক অনুষ্ঠিত

উদয়পুর, ১৯ মে: ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পকে আকর্ষণীয় এবং পর্যটন ব্যবসার প্রসার ঘটাতে ত্রিপুরা পর্যটন নীতি ও ত্রিপুরার হোম স্টে নীতির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ গোমতী জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে জেলা স্তরের প্রশাসনিক, পর্যটন ইকোসিস্টেম, কমিউনিটি ও সিভিল সোসাইটি সংক্রান্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অতিরিক্ত জেলাশাসক সঞ্জিত দেববর্মা, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্য, পর্যটন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অনিরুদ্ধ রায়, মহকুমা শাসকগণ, বি.ডি.ও.-গণ, পূর্ত, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, মৎস্য, বিদ্যুৎ, বন, তথ্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিশেষ করে হোম স্টে নীতিকে গ্রামীণ এলাকায় কিভাবে জনপ্রিয় করা যায় এবং স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থান তৈরি করা যায়, সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত মতামত উপস্থাপন করেন। সভায় পর্যটকদের নিরাপত্তা, যাতায়াত ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ধর্মনগরে মাতৃভাষা সুরক্ষা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে: মাতৃভাষা সুরক্ষা দিবস আজ ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালের ১৯মে আসামের শিলচরে ভাষা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারী ১১ জন ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানানোর উদ্দেশ্যে ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক জহর চক্রবর্তী।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই মাতৃভাষা সুরক্ষা দিবসের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাচক্র, কবি সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কবি সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী স্বরচিত কবিতা, আবৃত্তি করেন। এছাড়াও জেলার অন্যান্য কবিরা অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পী ও বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক জহর চক্রবর্তী বরাকের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করেন। প্রত্যেক ভাষাকেই আমরা সম্মান করি। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, জেলা শিক্ষা আধিকারিক ফিরজন ত্রিপুরা, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা রিপন চাকমা।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে গোমতী জেলা হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড এআরটি সেন্টারের উদ্বোধন

উদয়পুর, ১৯ মে:- আজ গোমতী জেলা হাসপাতালে নতুন ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি সেন্টারের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। গোমতী জেলার জেলাশাসক রিংকু লাথের হাসপাতালের ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইন্টারভেনশন সেন্টার ভবনে এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক রিংকু লাথের জোর দিয়ে বলেন যে, এই কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য হলো এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং তাদের নিরবিচ্ছিন্নভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত রাখা। তিনি উল্লেখ করেন যে এই সেন্টার শুরু হওয়ার ফলে লক্ষ্যমাত্রার ৯৫ স্ক্রিনিং ও পরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

জেলাশাসক আরোও বলেন, 'এর আগে রোগীদের চিকিৎসার জন্য বারবার আগরতলায় যেতে হতো, যার ফলে অনেকেই মাঝপথে চিকিৎসা ছেড়ে দিতেন এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এখন স্থানীয়ভাবে এই পরিষেবা চালু হওয়ায় আমরা আশাবাদী যে রোগীরা নিয়মিত ও সময়মতো ওষুধ পাবেন। এইচআইভি/এইডস-কে আর এমন রোগ হিসেবে দেখা উচিত নয় যা নিরাময়যোগ্য নয়। সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং উৎপাদনশীল জীবনযাপন করতে পারেন।'

গ্রামীণ এলাকায় এই পরিষেবা আরও সম্প্রসারিত করতে ত্রিপুরা এইডস নিয়ন্ত্রণ সোসাইটির প্রকল্প অধিকর্তা ডাঃ বিনিতা চাকমা জানান, খুব শীঘ্রই করবুক মহকুমা হাসপাতাল এবং অমরপুরেও লিঙ্ক এআরটি সেন্টার গড়ে তোলা হবে। স্থানীয় রোগীদের স্বস্তি দিয়ে জেলা সারভাইলেন্স অফিসার ডাঃ শৌমিক চক্রবর্তী নিশ্চিত করেন যে, আজ থেকে গোমতী জেলার রোগীদের চিকিৎসার জন্য আর আগরতলা দৌড়াতে হবে না। এই কেন্দ্রের নবনিযুক্ত ইন-চার্জ ডাঃ স্বপন চাকমা জানান, নতুন এই কেন্দ্রে পরীক্ষা, রোগীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, চিকিৎসা এবং নিয়মিত ফলো-আপের যাবতীয় ব্যবস্থা থাকবে। বিশেষ চিকিৎসার জন্য, আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের রাজ্য এআরটি মেডিকেল অফিসার ডাঃ অমিতাভ দেব সপ্তাহে একদিন এই কেন্দ্রে এসে রোগীদের ফলো-আপ পরীক্ষা করবেন।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং, গোমতী জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেনডেন্ট ডাঃ কাজল কুমার দাস, ডাঃ সঞ্জয় রুদ্র পাল, ডাঃ এন.সি দাস, ডাঃ প্রসেনজিৎ দাস, ডাঃ বিশ্বজিৎ পাল এবং ডাঃ আবির ভৌমিক প্রমুখ। এ আর টি পরিষেবায় যুক্ত এন জি ও প্রতিনিধিরাও আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas